Contents

দশম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

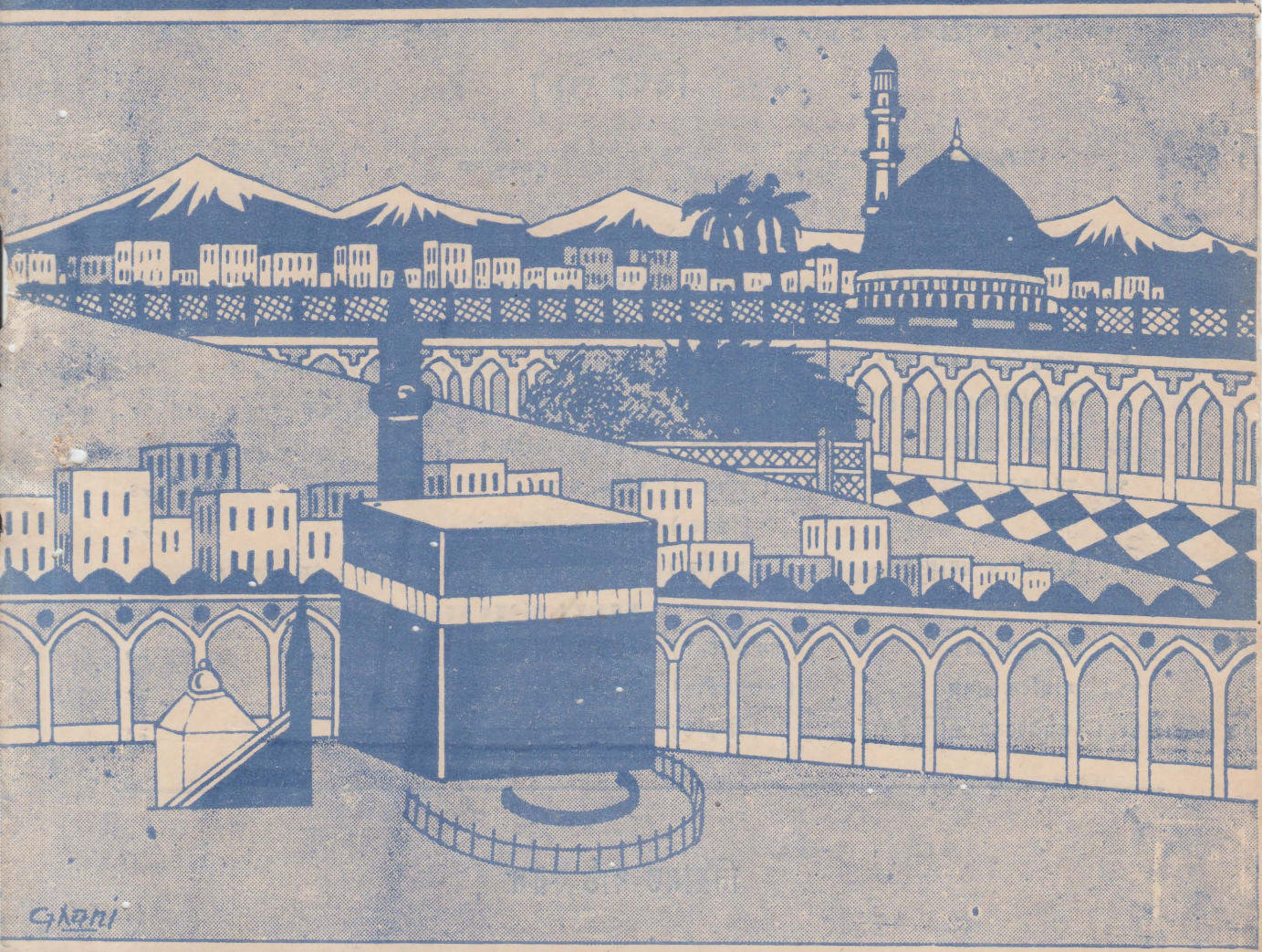

সম্পাদক

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক)

দশম বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

আশ্বিন কার্ত্তিক, ১৩৬৮ বাং অক্টোবর, ১৯৬১ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুররহীম এম, এ, বি, এল,বি, টি	৫২
২।	মোহাম্মদী জীবনব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৬৩
৩।	সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর রাজনীতি	(আলোচনা)	মোঃ আবদুল বারী এম, এ, ডি-ফিল	৬৯
৪।	সোশ্যালিজম ও ইসলাম	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	৭৫
৫।	ওয়াহাবী আন্দোলনের ইতিহাস	(ইতিহাস)	অধ্যাপক হাসান আলী এম এ, এম, এম	৭৮
৬।	ইসলামে একত্ববাদ	(প্রবন্ধ)	মোঃ হাবিবররহমান এম, এ	৮১
৭।	আবাহন	(কবিতা)	খদিজা খাতুন	৮৪
৮।	পর্দা	(প্রবন্ধ)	এস, এ, জব্বার	৮৬
৯।	ইসলাম ও গ্রন্থাগার	(অনুবাদ)	মূল : এস বেলায়েত হোসেন বি, এ, ডি, এল্ এস অনুবাদ : আবদুর রহমান বি এ বি টি	৮৯
১০।	পুস্তক পরিচয়	(সমালোচনা)	নক্কাদ	৯৩
১১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৯৫
১২।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)		৯৭

নিয়মিত পাঠ করুন

সাপ্তাহিক আরাফাত

সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি টি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	অক্টোবর ১৯৬১ খৃস্টাব্দ, রবিউসসানী-জ: আউওয়াল১৩৮১ হিঃ, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৬৮ বংগাব্দ	দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রকাশ স্থল ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

তৃতীয় রুকূ, ২১-২৯

আল্লাহর তওহীদ এবং মুহম্মদ সঃ-র পরগম্বরী সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ।

(২১) يايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون -

২১। ওহে লোকগণ, তোমাদের রব্বের 'ইবাদত কর। (রব্ব তিনি) যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে পয়দা করিয়াছেন, —হয়ত [১৭] তোমরা রক্ষা পাইবে।

---

১৭) আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্ব বিষয়েই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ; তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ স্থান পায়না। কাজেই তাঁহার কালামে 'হয়ত' শব্দটি 'নিশ্চয়' অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 'হয়ত' শব্দটি ব্যবহারের রহস্য সম্বন্ধে দুই রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

(ক) রাজ-বাদশাহদের 'হয়ত' (may be) পাকা কথারই শামিল।

(খ) যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কথা বলা হইয়াছে তাহার মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'হয়ত' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

٢٢) الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرت رزقالكم فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون ـ

২২। যিনি তোমাদের জন্য ধরাতলকে বিশ্রাম-শয্যা ও নভস্তলকে তাঁবু-গৃহ করিয়াছেন; এবং আকাশ হইতে পানি নাযিল করিয়া তদ্বারা রকমারি ফল তোমাদের আহার্যরূপে বহির্গত করিয়াছেন, অতএব আল্লার কোন সমকক্ষ মানিও না[১৮] —আর তোমরা [এই যুক্তির যথার্থতা] তো বুঝই।

٢٣) وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صدقين ـ

২৩। আর আমরা আমাদের দাস (মুহম্মদ) এর উপর যাহা কিছু (কুর্আন) নাযিল করিয়াছি সে সম্বন্ধে তোমরা যদি কোনও সন্দেহে পড়িয়া থাক [এবং ইহা কোন জিন্ন বা ইনসানের বাণী বলিয়া মনে কর] তবে ইহার [কোনও সূরার] অনুরূপ একটি সূরা [রচনা করিয়া] আন; এবং তোমাদের [ডাকে প্রকৃতপক্ষে অথবা তোমাদের ধারণা মতে সাড়াদানকারী] সাহায্যকারী উপস্থিতদের মধ্য হইতে আল্লাহকে বাদ দিয়া আর সকলকে ডাক দিয়া দেখ] এই প্রকার একটি সূরা রচনা করিতে পার কিনা]। তোমরা যদি [তোমাদের দাবী সম্পর্কে] সত্যবাদী হও [তবে ইহা করিয়া দেখাও]ঃ

٢٤) فان لم تفعلوا ولن تفعلوا

২৪। অনন্তর তোমরা যদি [অনুরূপ সূরা আনয়ন] না কর—আর তোমরা তো কিছুতেই [তাহা আনয়ন] করিবেনা; [ফলে প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, কুর্আন আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও বাণী নয়] অতএব [কুর্আনকে আল্লার বাণী

১৮) যিনি সৃজন-পালনের একচ্ছত্র মালিক তিনিই রব্ব এবং কেবলমাত্র তিনিই 'ইবাদত পাইবার যোগ্য। অন্য কেহই 'ইবাদত পাইতে পারেনা। এই ভাবে আল্লার তওহীদ প্রমাণ করা হইল।

১৯) যাহার উপর যে কর্তব্যভার ন্যস্ত হয় সে সেই কর্তব্য যতই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে তাহার পক্ষে তাহা ততই গৌরবজনক। আল্লার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ আল্লার প্রতি মানুষের প্রধানতম কর্তব্য। এই কারণে আল্লার দাস হওয়াই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বেশী গৌরবের কথা। কিন্তু কেহ নিজেকে আল্লার দাস বলিয়া শুধু মৌখিক দাবী করিলেই গৌরবের অধিকারী হয় না; আল্লাহ যাহাকে নিজের দাস বলিয়া গ্রহণ ও স্বীকার করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মানুষ ও প্রকৃত গৌরবের অধিকারী হন।

www.ahlehadeethbd.org

فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة
اعدت للكفرين -

(٢٥) وبشر الذين امنوا وعملوا الصلحت
ان لهم جنت تجرى من تحتها الانهر كلما
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا
الذى رزقنا من قبل واتوا به متشابها
ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خلدون -

(٢٦) ان الله لايستحى ان يضرب مثلا
مابعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا
فيعلمون انه الحق من ربهم واما
الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله

ও মুহাম্মদকে আল্লার পয়গম্বর মানিয়া লইয়া] ঐ আগুন হইতে রক্ষা লাভ কর যাহার জ্বালানী মানুষ ও পাথর[২০] [উহা] অবিশ্বাসীদিগের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৫। আর যাহারা ঈমান রাখিয়া মঙ্গলজনক কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহাদিগকে [হে নবী,] সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এমন সব জান্নাত রহিয়াছে যাহার নিম্নভাগ দিয়া নদী প্রবাহিত। তাহাদিগকে ঐ জান্নাত হইতে যখনই কোন ফল আহার্যরূপে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিয়া উঠিবে, "ইহাই তো ইতিপূর্বে আমাদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল!"—এবং ঐ ফল—আহার্য তাহাদের কাছে তুল্য আকৃতিতে আনা হইবে।[২১] আরও ঐ জান্নাতের মধ্যে তাহাদের জন্য পরিশুদ্ধা[২২] সঙ্গিনী রহিয়াছে, এবং তাহারা উহার মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থানকারী হইবে।

২৬। ইহা নিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ যে কোন [সঙ্গত] উপমা বর্ণনা হইতে লজ্জাবোধে ক্ষান্ত হন না—তাহা মশারই [উপমা] হউক অথবা [নকৃষ্টতায়] তাহার উর্ধস্থ কিছু হউক। অনন্তর যাহারা ঈমান রাখিয়াছে তাহারা বুঝে যে, উহা নিশ্চয় তাহাদের রব্বের নিকট হইতে আগত সত্য; আর যাহারা কাফির হইয়াছে তাহারা [ছিদ্রান্বেষীর সুরে] বলে, "এই প্রকারে

২০। পাথর বলিতে এখানে সাধারণ পাথর ও মুশরিকদের আরাধ্য পাথর-মূর্তি বুঝায়। প্রজ্বলিত পাথরের তাপ অত্যন্ত তীব্র বলিয়া উহা জাহান্নামের জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার মুশরিকদের ক্ষোভ বৃদ্ধির জন্য তাহাদের আরাধ্য পাথর মূর্তিও জাহান্নামের জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইবে।

২১। 'ইতিপূর্বে'র তাৎপর্য 'দুন্‌য়াতে' অথবা 'জান্নাতে' উভয়ই হইতে পারে। জান্নাতের ফল দেখিতে প্রায় দুন্‌য়ার ফলের মতই হইবে কিন্তু স্বাদ, সুঘ্রাণ ইত্যাদি ব্যাপারে হইবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তারপর জান্নাতেরই বিভিন্ন প্রকার ফলের আকৃতি প্রায় এক রকমেরই হইবে। এই কারণে জান্নাতীগণ প্রথম দৃষ্টিতে ঐ প্রকার কথা বলিবে।

২২। 'পরিশুদ্ধা'র তাৎপর্য, কফ শ্লেষ্ম, পোঁটা-পিচুটি ঋতু স্রাব, মল-মূত্র, অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি শারিরীক ও বাহ্যিক ঘৃণ্য বিষয় হইতে এবং হিংসা, দ্বেষ, ইতরামি ইত্যাদি মানসিক ঘৃণ্য বৃত্তি হইতে পাক-সাফ।

www.ahlehadeethbd.org

بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به الا الفسقين ـ

উপমা বর্ণনায় আল্লাহ কী উদ্দেশ্য পোষণ করেন?" তিনি ইহা দ্বারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেন; আবার অনেককে ইহা দ্বারাই পথে চালান—আর ইহা দ্বারা তিনি ঐ ফাসিক-দেরে[২৩] পথভ্রষ্ট করিয়া থাকেন—

٢٧) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون فى الارض اولئك هم الخسرون ـ

২৭। যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত চুক্তি-বন্ধনের পরে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করে[২৪] এবং আল্লাহ যাহা মিলিত করিতে হুকুম দিয়াছেন[২৫] তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা ঘটায়—তাহারাই ষোল আনা ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٨) كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ـ

২৮। তোমরা প্রাণহীন (জড় পদার্থ) ছিলে পরে আল্লাহ তোমাদের জীবন্ত করিলেন—তারপর তিনি তোমাদেরে প্রাণশূন্য করিবেন, তারপর তিনি তোমাদেরে [পুনরায়] জীবন্ত করিবেন—তারপর তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যানীত হইবে—এমত অবস্থায় তোমরা কী করিয়া (কোন্ যুক্তি বলে) ঐ আল্লাহর [অস্তিত্ব] সম্বন্ধে অবিশ্বাস কর?

٢٩) هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا، ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سموات، وهو بكل شئ عليم ـ

২৯। তিনিই তো তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর সব কিছু পয়দা করিয়াছেন, তদুপরি তিনি নভোমণ্ডলের প্রতি আভনিবেশ করিলেন এবং [তোমাদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করতঃ] উহাতে সাত আসমান সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত করিলেন; আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণজ্ঞানী।

২৩। 'ফাসিক' শব্দের মূল অর্থ 'ভেদকারী'—তথা 'ধর্মের গণ্ডী ভেদকারী' 'নীতি বিবর্জিত', 'দলত্যাগী'। আল্লাহ তা'আলা মনের খবর রাখেন বলিয়া আল্লার ভাষায় 'ফাসিক' এর অর্থ ধর্মত্যাগী কাফির। কিন্তু মানুষ মনের খবর জানিতে অক্ষম। সে কেবলমাত্র বাহ্যিক কাজেরই বিচার করিতে পারে। এই কারণে, মানুষের ভাষায় 'ফাসিক' এর অর্থ দুষ্কৃতিপরায়ণ।

২৪। আল্লার তাওহীদ (একত্ববাদ) এর চুক্তি। মানুষের বুদ্ধি বিবেকের সামনে আল্লাহর তাওহীদ সুস্পষ্ট। কাজেই তাওহীদের এই চুক্তি এক পক্ষে আল্লাহ ও অপর পক্ষে বিবেকের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে।

২৫। যথা নবী সঃ-র পক্ষ অবলম্বন করা, আত্মীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চতুর্থ রুকূ, ৩০-৩৯

মানুষের সৃজন, ও জ্ঞান।

(٣٠) واذ قال ربك للملئكة انى جاعل
فى الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح
بحمدك ونقدس لك، قال انى اعلم
مالا تعلمون ـ

৩০। আর [স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা] যে সময়ে আপনার রব্ব ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে যাইতেছি;" তাহারা [তাহাতে] বলিয়াছিল, "সে কী কথা! আমরা তো আপনার স্তবস্তুতিযোগে [সৃষ্টির গুণাবলীর সাদৃশ্য হইতে] আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকি এবং [যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে] আপনার নির্মলতা ঘোষণা করিয়া থাকি—এমত অবস্থায় আপনি কেন পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকে বসাইতে যাইতেছেন যে ব্যক্তি উহার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে;"[২৬] [তদুত্তরে] তিনি বলিয়াছিলেন, "[এ ব্যাপারে] আমি এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না।"

(٣١) وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم
على الملئكة، فقال انبؤنى باسماء
هؤلاء ان كنتم صدقين ـ

৩১। এবং আল্লাহ আদমকে যাবতীয় নামাবলী শিক্ষা দিলেন; তারপর তিনি ফিরিশতাদের সম্মুখে এ সকল [নামধরদেরে] স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে ইহাদের নাম জানাও —তোমরা [তোমাদের দাবী সম্পর্কে] যদি সত্যবাদী হইয়া থাক[২৭] [তবে সে দাবী প্রমাণ কর]।"

২৬) নূতন এক প্রতিনিধি সৃজন—রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমতাবশতঃ ফিরিশতাগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া এই কথা বলেন—ইহা প্রতিবাদসূচক প্রশ্ন নহে।

তারপর পৃথিবীর পূর্বতন বাশিন্দ 'জিন্ন' জাতি পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাত করিয়াছিল বলিয়া ফিরিশতাগণ মনে করেন, নূতন যে জাতিটিকে আল্লাহ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে পয়দা করিবেন তাহারাও দুনয়াতে নানা প্রকার উপদ্রব-উৎপাত করিবে, রক্তপাত ঘটাইবে। ঐ ধারণার বশবর্তি হইয়া তাহারা এইরূপ উক্তি করেন।

২৭) ফিরিশতাদের অন্তরে যে ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা এই, আল্লাহ যে কোন জীবই পয়দা করুন না কেন সে জীব আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবেনা। কাজেই আমরাই দুনয়াতে তাঁহার খলিফা হইবার পক্ষে যোগ্যতম জাতি। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের দৃষ্টি তাঁহাদের অজ্ঞানতার দিকে আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা খিলাফতের অযোগ্য। খলীফা হইবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন সে জ্ঞান তাহাদেরে দেওয়া হয় নাই।

www.ahlehadeethbd.org

٣٢) قالوا سبحنك لاعلم لنا الا
ماعلمتنا، انك انت العليم الحكيم -

৩২। তাহারা বলিল, "আপনারই পবিত্রতা [বিঘোষিত হউক] [গোস্তাখী মু'আফ করুন—আরয এই] আপনি আমাদের যাহা কিছু শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আর কোন জ্ঞানই তো আমাদের নাই, নিশ্চয় একমাত্র আপনিই সর্বজ্ঞ ও পরম সুবিবেচক।"

٣٣) قال يادم انبئهم باسمائهم، فلما
انبأهم باسمائهم، قال الم اقل لكم انى
اعلم غيب السموات والارض، واعلم
ماتبدون وما كنتم تكتمون -

৩৩। তিনি বলিলেন, "হে আদম, তাহাদেরে ইহাদের নাম জানাও," অনন্তর সে যখন তাহাদিগকে উহাদের নাম জানাইল, তিনি [ফিরিশতাদেরে] বলিলেন, "আমি কি তোমাদের বলি নাই যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় আমি নিশ্চিতরূপে জানি এবং তোমরা যাহা কিছু প্রকাশ কর তাহা তো বুঝিই—বরং তোমরা যাহা কিছু গোপন রাখ তাহাও বুঝি।

٣٤) واذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم
فسجدوا الا ابليس، ابى واستكبر، وكان من
الكفرين -

৩৪। আর [ঐ সময়টিও স্মরণীয়] যে সময়ে আমরা ফিরিশতাদেরকে বলিয়াছিলাম, "তোমরা আদমের কারণে সিজদা কর," [২৮] অনন্তর ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করিল সে অগ্রাহ্য করিল, অহঙ্কার প্রকাশ করিল এবং কাফিরদের একজনে পরিণত হইল।

---

২৮) কোন কোন তফসীরকার اسجدوا لادم র অর্থ 'আদমকে সিজদা কর, বলিয়া এক বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পরে নানাপ্রকার কৈফিয়তের অবতারণা করিয়াছেন। اسجدا لادم র ঐ প্রকার অর্থ করা মোটেই শুদ্ধ নয়। ل অব্যয়টি প্রধানতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ 'কারণে' ও অপর অর্থ 'উদ্দেশ্যে'। এই অর্থ দুইটির মধ্যে যে অর্থটি যেখানে অধিকতর উপযোগী হইবে সেখানে সেই অর্থটি গ্রহণ করিতে হইবে। سجده র তাৎপর্য চরম দীনতা হীনতা প্রকাশ—আর আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও উদ্দেশ্যে মানুষের পক্ষে চরম দীনতা-হীনতা প্রকাশ অসঙ্গত, অন্যায় ও সম্পূর্ণরূপে বিবেক-বিরুদ্ধ। সিজ্দা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হওয়াই বিবেক-সম্মত। কাজেই اسجدوا لادم র মধ্যে ل র অর্থ 'উদ্দেশ্যে' হইতেই পারেনা। ফলে ইহার অর্থ 'কারণে' হওয়া অনিবার্য ও অবধারিত।

ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ :— মাটীর তৈয়ারী জীবকে নূরের তৈয়ারী জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে তোমাদের ধারণার বিপরীত, আল্লাহ তা'আলার যে অপরূপ ক্ষমতা প্রকাশ পাইল আল্লাহ তা'আলার সেই ক্ষমতা প্রকাশ্যভাবে দেখিয়া এবং নিজেদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ-উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মুখে সিজদায় পড়।

www.ahlehadeethbd.org

٣٥) وقلنا يادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

৩৫। আর আমরা বলিলাম, "হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর এবং উহা হইতে [ফলমূলাদি] যথা ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইয়া আহার কর, কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হইওনা, অন্যথায় অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

٣٦) فازلهما الشيطن عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين

৩৬। পরে শয়তান তাহাদের এ ব্যাপারে পদস্খলিত করিয়া তাহারা যে [আনন্দময়] অবস্থায় ছিল তাহা হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া ছাড়িল [২৯] আর আমরা হুকুম দিলাম, "নীচে চলিয়া যাও—তোমরা পরস্পর শত্রু [রূপে বাস করিবে]; এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে কিছুকাল পর্যন্ত অবস্থান ও উপভোগ [নির্ধারিত হইল] [৩০]।

٣٧) فتلقى ادم من ربه كلمت فتاب عليه انه هو التواب الرحيم

৩৭। পরে আদম তাঁহার রব্বের নিকট হইতে কয়েকটি কথা[৩১] পাইলেন; (এবং ঐ কথাযোগে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন), ফলে আল্লাহ তাহার দিকে (করুণা সহকারে) ফিরিলেন, নিশ্চয় তিনই (বান্দার প্রতি) অত্যন্ত প্রত্যাবর্তন কারী, অত্যন্ত দয়ালু।

---

২৯) আদম ও তাঁহার স্ত্রীকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই বিহিশত হইতে বাহির করেন; কিন্তু শয়তান ইহার কারণ হওয়ায় বলা হইল যে, সে তাহাদিগকে বাহির করিয়া ছাড়িল।

৩০) এখানে বহু বচন ব্যবহৃত হইয়াছে; আর 'আরবী বহু-বচনে সাধারণতঃ কমপক্ষে তিনজন হইয়া থাকে। এই হুকম আদম ও তাঁহার স্ত্রীর উপর হওয়া সম্বন্ধে সকলেই একমত; কিন্তু তৃতীয় জন কে? অধিকাংশের মতে তৃতীয় জন ইবলিস। প্রশ্ন উঠে, সিজদা না করার পরেই তো ইবলীসকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তবে আবার ইবলীস্ থাকে কোথায়? উত্তর এই, সিজদা না করার পরেই যে ইবলীসকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; তবে সম্ভবতঃ তাহার পক্ষে আসমানে গমনাগমন তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। এইবারে তাহাও নিষিদ্ধ হইল।

৩১) ঐ কথাগুলি কী ছিল সে সম্বন্ধে পাঁচটি উক্তি পাওয়া যায়; তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম উক্তি এই যে, সূরা ৭ : ২৩ আয়াতে যে প্রার্থনাটির উল্লেখ করা হইয়াছে উহাই সেই কথাগুলি। প্রার্থনাটির অর্থ এই, "হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের ব্যাপারে অনাচার করিয়া বসিয়াছি; আর তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে আমরা বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িব।

www.ahlehadeethbd.org

(٣٨) قلنا اهبطوا منها جميعا فاما
ياتينكم مني هدى فمن تبع هداى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

৩৮। আমরা [পুনশ্চ] বলিলাম, "তোমরা সকলেই ইহা হইতে নামিয়া যাও,[৩০] অনন্তর আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট যখন কোন ব্যবস্থা পৌঁছিবে তখন যে কেহ আমার ঐ ব্যবস্থা মানিয়া চলিবে তাহাদের কোন ভয় [এর কারণ] ও নাই, এবং তাহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হইবেনা।[৩১]

(٣٩) والذين كفروا وكذبوا بايتنا
اولئك اصحب النار هم فيها خلدون -

৩৯। আর যাহারা [ঐ ব্যবস্থার যথার্থতা] অস্বীকার করিবে এবং আমার নিদর্শনগুলকেও[৩২] মিথ্যা জ্ঞান করিবে তাহারা আগুনের সঙ্গী হইবে —তাহারা তাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে।

পঞ্চম রুকূ' ; ৪০-৪৬

ইস্‌রাঈলীয়দের ইস্‌লামের দিকে আহ্বান

(٤٠) يبني اسراءيل اذكروا نعمتي
التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف
بعهدكم واياى فارهبون -

৪০। ওহে ইস্‌রাঈল-সন্তানগণ, আমি তোমাদেরে যে, আরাম-আয়েশ দান করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ কর এবং আমার সহিত তোমাদের চুক্তি তোমরা পালন কর আমিও তোমাদের সহিত আমার চুক্তি পূর্ণ করিব; এবং কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর।[৩৩]

৩০) নামিয়া যাইবার হুকম আবার দিবার কারণ এই যে, আদমের তওবা কবুল হওয়ায় আদম মনে করিতে পারিতেন যে, তাঁহার প্রতি নামিয়া যাইবার হুকমটি হয়ত উঠাইয়া লওয়া হইল। তাই বলা হইল, 'যাক্, তোমার গুনাহ মাফ করা হইল, কিন্তু নামিয়া যাইবার হুকুম বহাল থাকিল।'

৩১) কোন অপ্রিয় ঘটনার আগমন আশঙ্কায় যে মানসিক অবস্থা ঘটে তাহাকে 'খাওফ' বা ভয় বলা হয়; আর কোন প্রিয় উপভোগ্য বিষয় হারাইবার আশঙ্কায় যে মানসিক অবস্থা ঘটে তাহাকে 'হুয্‌ন্' বা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বলা হয়। আয়াতের তাৎপর্য এই—আল্লার ব্যবস্থা যে কেহ মানিয়া চলিবে সে পরকালে কোন বিপদের আশঙ্কা করিবেনা এবং তাহাকে তাহার আশানুরূপ প্রতিদান অপেক্ষা কম প্রতিদান দেওয়া হইবেনা।

৩২) 'নিদর্শনসমূহ' বলিতে প্রধানতঃ এই গুলি বুঝায়:—আল্লার অস্তিত্ব, তাঁহার একত্ব, তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে; কর্মাকর্মের ফলাফল ইত্যাদি সম্পর্কে, (ক) যে সকল সংকেত, ইঙ্গিত ইত্যাদি সৃষ্টির ভিতরে পাওয়া যায় তাহা; (খ) চিন্তানায়ক, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, ও রসূলগণ যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন তাহা; এবং (গ) আল্লার কিতাবসমূহে বর্ণিত সূত্রসমূহ, ইত্যাদি।

৩৩) আল্লাহ তা'আলা এবং ইসরাঈলীয়দের মধ্যে এই চুক্তি হইয়াছিল যে, ইসরাইলীয়গণ আল্লার যাবতীয় হুকম পালন করিবে ও তাঁহার যাবতীয় রসূলের অনুগামী হইবে এবং আল্লাহ দুনয়াতে তাহাদেরে অপমান লাঞ্ছনা হইতে নাজাত দিবেন ও আখিরাতে জান্নাতবাসী করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

٤١) وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ -

৪১। এবং আমি [নবী মুহম্মদের উপর] যাহা কিছু নাযিল করিয়াছি—যাহা তোমাদের সঙ্গে [তাওরাৎ ও ইন্‌জীলের] যাহা কিছু আছে তাহারই—সত্যতা ঘোষণাকারী—তাহার যথার্থতা বিশ্বাস কর ; এবং এ সম্পর্কে তোমরাই সর্বপ্রথম এবং আমার আয়াতের সর্ব প্রধান অবিশ্বাসী হইওনা, এবং আমার আয়াতের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় খরিদ করিও না, [৩৪] এবং আমাকে সমীহ করিয়া চল।

٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ -

৪২। এবং ভিত্তিহীন [বিবরণ বা ব্যাখ্যা] দ্বারা যথার্থকে আচ্ছন্ন করিও না, অথবা জানিয়া শুনিয়া যথার্থ গোপন করিওনা। [৩৫]

٤٣) وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ -

৪৩। এবং রীতিমত নামায পড়, যাকাৎ দান কর এবং [আল্লার উদ্দেশ্যে] মাথা নতকারীদের সাহচর্যে মাথা নত কর।

٤٤) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ
أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ، أَفَلَا
تَعْقِلُونَ -

৪৪। এ কী! তোমরা কিতাব পড়িয়া লোকদেরে তো সৎকাজের হুকুম কর কিন্তু নিজেদের বেলায় ভুলিয়া যাও, তবে কি তোমরা বুঝ না।

٤٥) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ، وَإِنَّهَا
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ -

৪৫। ধৈর্য ও নামায অবলম্বনে শক্তির সন্ধান কর [৩৬] এবং উহা বাস্তবিকই কঠিন, কিন্তু ঐ বিনয়ীদিগের জন্য [কঠিন] নয়—

٤٦) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلٰقُوا رَبِّهِمْ
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

৪৬। যাহারা মোটামুটি জ্ঞান রাখে যে, তাহাদিগকে তাহাদের রবের সহিত নিশ্চিত সাক্ষাৎকারী এবং তাঁহার দিকে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনকারী হইতে হইবে।

---

৩৪) দুনয়ার তামাম ধন-দওলৎ 'সামান্য বিনিময়' এর অন্তর্ভুক্ত।

৩৫) পূর্বের আয়াতে হুকুম হইল, তোমরা নিজেরা কুরআনকে আল্লার কিতাব ও নবী মুহম্মদকে আল্লার নবী বলিয়া বিশ্বাস কর আর এই আয়াতে হুকুম হইল, 'তোমরা ভিত্তিহীন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া অথবা সত্য গোপন করিয়া কুরআন ও নবী মুহম্মদ সম্বন্ধে অপরকে বিভ্রান্ত ও গুমরাহ করিও না।

৩৬) আল্লার আদেশ পালন ব্যাপারে অটল এবং পার্থিব বিপদ আপদে নির্বিকার থাকিবার জন্য যে মনোবলের প্রয়োজন হয়—সেই মনোবল লাভ হইয়া থাকে ধৈর্যের অনুশীলন দ্বারা এবং রীতিমত নামায সম্পাদন দ্বারা।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্তাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪র্থ অধ্যায় :

যকাতের বিবরণ

৪৮০) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) জনাব মায়ায বিন জবল (রাযিঃ)কে এমনের দিকে (গবর্ণর রূপে) প্রেরণ করিলেন,) ইব্‌নে আব্বাস) পূর্ণ হাদীস বিবৃত করিলেন। উক্ত হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে—(এমনবাসীদের সংবাদ দান কর) যে, আল্লাহ তাহাদের প্রতি তাহাদের ধন সম্পদে যকাত ফরয করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা সম্পদশালী, তাহাদের নিকট হইতে (যকাত) গ্রহণ করা হইবে এবং তাহাদের মধ্যকার ফকীরদের মধ্যে উহা বিতরণ করা হইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبی صلی الله تعالی علیـه وآلـه وسلم بعث معاذا رضی الله تعالی عنـه الی الیمن فذکر الحدیث وفیـه أن الله قد افترض علیهم صدقـة فی اموالهم تؤخـذ من اغنیائهم فترد علی فقرائهم

৪৮১) হযরত আনস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আনসের জন্য তাহাকে বাহারায়নের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণকালে যে ব্যবস্থা-পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন, ইহা যকাত নামক ফরয; যাহা রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক মুসলিম সমাজের প্রতি ফরয করা হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ স্বীয় রসূলকে (দঃ) নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। চব্বিশটি উষ্ট্র অথবা উহার নিম্ন সংখ্যায় ছাগল (যকাত স্বরূপ) প্রদান করিতে হইবে। প্রতি পাঁচটি উষ্ট্রে এক একটি ছাগল। অতঃপর পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশটি উষ্ট্রের যকাত স্বরূপ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারিনী উষ্ট্র (বিন্‌তে মখায)[১]

هـذه فریضة الصدقـة التی فـرضها رسول الله صلی الله تعالی علیـه وآلـه وسلم علی المسلمین والتی امر الله بها رسوله فی کل اربع وعشرین من الابل فـما دونها الغنم فی کل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشریـن الی خمس وثلثین ففیها بنت مخاض انثی فان لم تکن فابن لبون ذکر فاذا بلغت ستا وثلثین الی خمس واربعین ففیها بنت لبون انثی فاذا بلغت ستا واربعین الی ستـین ففیها حقـة طروقـة الجمل فاذا بلغت واحدة وستین الی خمس وسبعین فـفیها جـذعـة فاذا بلـغت ستا وسبعیـن الی تسعین فـفیها بنتا لبـون فاذا بلغت احدی وتسعین الی عشریـن ومائـة فـفـیها حـقتان

১) যকাতের বর্ণনাতে উষ্ট্রের বিভিন্ন নাম উল্লেখিত হইয়াছে, অনুবাদে উহার যথার্থ তাৎপর্য পরিস্ফুটিত করা সম্ভব নহে : বিধায় পাঠকগণ নিম্ন-বর্ণিত টিকার সহিত মিল রাখিয়া উহা পাঠ করিলে উহার প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

(ক) بنت مخاض বিন্‌তে মখাযঃ যে উষ্ট্রী এক বৎসর বয়স পূর্ণ করতঃ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

(খ) ابن لبون ইব্‌নে লবুনঃ যে উষ্ট্র স্বীয় বয়সের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

(গ) حقـة হিক্কাহঃ যে উষ্ট্রী তিন বৎসর পূর্ণ করতঃ স্বীয় বয়সের চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

(ঘ) جـذعـة জযআঃ যে উষ্ট্রী তার বয়সের চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ করিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।
—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين শুধু চারিটি উষ্ট্র থাকিলে উহাতে কোন যকাত নাই। কিন্তু যদি মালিক ইচ্ছা করে (তাহাহইলে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিতে পারিবে)।

ছাগলের জন্য ঃ—বিচরণকারী ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হইলে একশত কুড়ি পর্যন্ত একটি ছাগল প্রদান করা ফরয হইবে। একশত কুড়ির অধিক হইলে দুই শত পর্যন্ত দুইটি বকরী; দুইশত হইতে তিনশত পর্যন্ত তিনটি ছাগল প্রদান করা ফরয। অতঃপর তিন শতকের ঊর্ধ হইলে শতকরা একটি বকরী হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে উক্ত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হইতে একটিও কম হইলে উহাতে যকাত ফরয হইবে-না। কিন্তু মালিক ইচ্ছা করিলে নফল হিসাবে কিছু দিতে পারিবে)। (যকাত দাতা কর্তৃক (যেমন) যকাত বৃদ্ধির আশংকায় বিভক্ত ছাগল দলকে একত্রিত করা অথবা একত্রিত দলকে বিভক্ত করা চলিবেনা। (তদ্রূপ যাকাত হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার ভয়ে যকাত আদায়কারীও সেইরূপ করিতে পারিবেনা) শরীকদের মধ্য হইতে একজনের নিকট হইতে যকাতের যে পশু আদায় করা হইবে সে অপর শরীকের নিকট হইতে সমান অংশ আদায় করিয়া লইবে। অতিবৃদ্ধ অথবা কোন দোষী পশু যকাতে প্রদান করা যাইবেনা। এবং যকাত আদায়কারী জবরদস্তীমূলক যকাত দাতার নিকট হইতে যকাতে ষাঁড় লইতে পারিবেনা কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় উহা দান করে তবে তাহা গ্রহণ করিতে কোন দোষ নাই।

চাঁদি দুইশত দিরহম পরিমাণ হইলে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যকাত প্রদান করিতে হইবে। দুই শতকের কম থাকিলে উহাতে কোন (ফরয) যকাত নাই। কিন্তু মালিক স্বেচ্ছায় দান করিলে উহা (নফলরূপে) গ্রহণ করা যাইবে। যদি কোন ব্যক্তির নিকট এই পরিমাণ উষ্ট্র বিদ্যমান থাকে যাহাতে একটি জযআ অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী প্রদান করা ফরয হয় কিন্তু তাহার নিকট একটিও জযআ নাই বরং তাহার নিকট চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী রহিয়াছে এমতাবস্থায় তাহার নিকট হইতে উহাই গ্রহণ করা হইবে কিন্তু উহার সহিত সে সম্ভব হইলে

طروقتا الجمل فاذا زادت على عشرين ومائة ففى كل اربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفى صدقة الغنم فى سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومائة الى مأتين ففيها شاتان فاذا زادت على مأتين الى ثلات مائة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يتفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق وفى الرقة فى مائتى درهم ربع العشر فان تكن الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه

দিতে হইবে। যদি বিন্তে মখায, না থাকে—তাহা হইলে ইব্‌নে লবুন তৃতীয় বর্ষীয় উষ্ট্র। গৃহীত হইবে। উষ্ট্রের সংখ্যা ছত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছিলে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত বিন্‌ত লবুন (তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ-কারিণী) প্রদান করিবে। অতঃপর ছয়চল্লিশ হইতে ষাট পর্যন্ত চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ কারিণী—উষ্ট্রের সংগম-ক্রিয়া সম্পাদনের উপ-যোগী—হিক্কাহ, উষ্ট্রের সংখ্যা একষট্টিতে পৌঁছিলে পঁচাত্তর পর্যন্ত চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ করতঃ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ কারিণী একটি উষ্ট্রী; ছিয়াত্তরে পৌঁছিলে নব্বই পর্যন্ত দুইটি বিন্‌তে লবুন এবং একানব্বই হইতে এক শত কুড়িটি পর্যন্ত দুইটি হিক্কাহ (প্রদান করা ফরয)। অতঃপর এক শত কুড়িটির অধিক হইলে প্রতি চল্লিশে একটি বিন্‌তে লবুন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি করিয়া হিক্কাহ প্রদত্ত হইবে। পক্ষান্তরে কাহারও নিকট

www.ahlehadeethbd.org

দুইটি বকরী অথবা কুড়িটি দির্হম (পাঁচ টাকা পরিমাণ) প্রদান করিবে। আর কোন ব্যক্তির নিকট হিক্কাহ্ চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী প্রদান করার মত নেছাব পরিমাণ উষ্ট্র বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু তাহার নিকট হিক্ক হ মোটেই নাই বরং তাহার নিকট জয্‌আ—পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী রহিয়াছে। তাহার নিকট হইতে উহাই গ্রহণ করা হইবে এবং যকাত আদায়কারী দাতাকে দুইটী বকরী অথবা কুড়িটি দির্হম প্রদান করিবে।—বুখারী।

৪৮২) হযরত মাআয বিন জবলের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে এমনের শাসনকর্তা নির্বাচন করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে নির্দেশ প্রদান করিলেন যেন তিনি ত্রিশটি গাভীতে একটি এক বৎসরের গো-ছানা নর অথবা মাদী যকাত আদায় করেন এবং প্রতি চল্লিশটিতে এক বর্ষীয় একটি গরু এবং প্রত্যেক বয়স্ক যিম্মীর নিকট হইতে এক দীনার অথবা এর পরিমাণ মুআফিরী চাদর টেক্স স্বরূপ গ্রহণ করেন।—আহমদ ও সুনন। শব্দগুলি আহমদের। তিরমিযী এই হাদীসকে হাসন বলিয়াছেন এবং ইহার মিলিত সনদ হওয়াতে মতবিরোধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে হিব্বান এবং হাকীম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعثہ الی الیمن فامرہ ان یاخذ من کل ثلاثین بقرۃ تبیعا او تبیعۃ ومن کل اربعین مسنۃ ومن کل حالم دینارا او عدلہ معافریا

৪৮৩) হযরত আমর বিন শুআইব স্বীয় পিতার (শুয়াইবের) নিকট হইতে এবং তিনি স্বীয় পিতামহের মারফত বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের (পশুর) যকাত তাহাদের জলাশয়ের নিকট হইতেই গ্রহণ করা হইবে[১]।—আহমদ। আবুদাউদে বর্ণিত হইয়াছে, যকাতদাতাগণের গৃহে গমন করিয়া যকাত আদায় করা হইবে—অন্য স্থানে বসিয়া নহে।

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تؤخذ صدقات المسلمین علی میاھھم

ولا تؤخذ صدقاتھم الا فی دورھم

৪৮৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন মুসলিমের (সেবাকার্যে নিয়োজিত) দাসে এবং (ব্যবহার্য) ঘোড়ায় যকাত নাই।—বুখারী। মুসলিমের বর্ণনাতে রহিয়াছে যে, দাসের কোন যকাত নাই কিন্তু ছদকায়ে ফিতর (ফিতরা) অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে।

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ

৪৮৫) হযরত বাহয বিন হাকীম স্বীয় পিতা এবং তিনি তাহার পিতামহের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, বিচরণকারী উষ্ট্রের প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিন্‌তে লবূন তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উষ্ট্রী প্রদান করা ফরয। (একত্রিত) উষ্ট্র হিসাব হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবেনা। যাহারা পুন্য লাভের আশায় যকাত প্রদান করিবে তাহারা উহার পুন্যলাভ করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা উহা (যকাত) বন্ধ করিয়া দিবে আমরা যবরদস্তি করিয়াও তাহাদের নিকট হইতে উহা আদায় করিব উপরন্তু মালিকের অর্দ্ধেক মালও কাড়িয়া লওয়া হইবে। যকাত আমাদের প্রভুর একান্ত আবশ্যকীয় নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। দেখ, মুহাম্মদের [দঃ] বংশের জন্য উহার কপর্দকও বৈধ

قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی کل سائمۃ ابل فی اربعین بنت لبون، لایفرق ابل عن حسابھا من اعطاھا مؤتجرا بھا فلہ اجرھا ومن منعھا فانا آخذوھا وشطر مالہ عزمۃ من عزائم ربنا لایحل لآل محمد منھا شیء

১। সাধারণতঃ লোকে পশুগুলি মাঠে চরাইয়া যেকোন জলাশয়ে পানি পান করাইয়া থাকে। হাদীসে বলা হইয়াছে, যকাত আদায়কারী পশুর যকাত গ্রহণের জন্য সেই স্থানেই গমন করিবে যেখানে পশু চরানর জন্য রাখা হয়। অন্য স্থানে অবস্থান করতঃ পশুর মালিকদিগকে তথায় পশু আনয়নের নির্দেশ দিতে পারিবে না। কারণ ইহাতে মালিকদের পক্ষে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। পক্ষান্তরে যকাত গ্রহণকারীর তথায় উপস্থিত হইয়া যকাত আদায় করায় কোন অসুবিধা নাই—ইহাই হইতেছে ইসলামের সাম্যনীতি।—অনুবাদক।

Contents
www.ahlehadeethbd.org

নহে।—আহমদ, আবুদাউদ ও নাসায়ী। ইমাম হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪৮৬) সৈয়েদানা হযরত আলীর (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি তোমার নিকট দুইশত দিরহম সঞ্চিত হয় এবং উহা এক বৎসর স্থায়ী হয় তাহাহইলে উহাতে পাঁচ দিরহম যকাত দিতে হইবে। আর কুড়ি দীনার (মিসকাল) না হওয়া পর্যন্ত (স্বর্ণে) তোমার প্রতি কোন যকাত ফরয হইবে না। কুড়ি দীনার সঞ্চিত হইলে এবং উহা এক বৎসর স্থিতিশীল হইলে উহাতে অর্ধেক দীনার ফরয হইবে। অতঃপর বর্দ্ধিত হইলে সেই হিসাব অনুসারে যকাত বর্দ্ধিত হইবে। দেখ, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদের উপর এক বৎর অতীত হইয়া না যায় (অর্থাৎ) যকাতের পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত হওয়ার পর এক বৎসর অতিবাহিত না হয়) ততক্ষণ উহাতে যকাত ফরয় হইবে না।—আবুদাউদ। এই হাদীসটি হাসন্ পর্যায়ভুক্ত। ইহার মর্ফু হওয়াতে এখ্তেলাফ রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী আবদুল্লাহ বিন উমরের সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন মাল প্রাপ্ত হয় উহার প্রতি এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি যকাত ফরয হইবে না। হাদীসটির মওকুফ হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا كانت لك مأتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيئ حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذالك وليس فى مال زكوة حتى يحول عليه الحول

৪৮৭) হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, (সাংসারিক) কার্যে ব্যবহার্য গরুতে কোন যকাত নাই। আবুদাউদ ও দারকুত্নী।

قال ليس فى البقر العوامل صدقة

৪৮৮) হযরত আম্র বিন শুআইব হইতে এবং তিনি স্বীয় পিতামহ আবদুল্লাহ বিন আম্রের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি সম্পদের অধিকারী কোন এতীমের অভিভাবক নিযুক্ত হয় তাহার পক্ষে উক্ত এতীমের সম্পদের দ্বারা ব্যবসা করা উচিত। এবং উহাকে এইরূপে ফেলিয়া রাখা উচিত নহে যে, যকাত প্রদানেই উহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। তিরমিযী ও দারকুত্নী দুর্বল সনদে। ইমাম শাফেয়ীর গ্রন্থে উহার একটি দুর্বল শাহেদও বর্ণিত হইয়াছে।

ان من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تاكله الصدقة

৪৮৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছেঃ রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট কেহ নিজের যকাত প্রদান করিতে আসিলে তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করিয়া বলিতেন, হে আল্লাহ তুমি তাহার বা তাহাদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ কর।—বুখারী ও মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم

৪৯০) হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যে, হযরত আব্বাস (রাযিঃ) রসূলুল্লাহকে (দঃ) ফরয হওয়ার পূর্বে অগ্রিম যকাত প্রদান করা যায় কি না জিজ্ঞাসা করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। (অর্থাৎ জায়েয বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন।)—তিরমিযী ও হাকিম।

ان العباس سأل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له فى ذالك

৪৯১) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, পাঁচ উকিয়া[১]

عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمس

১) এক উকীয়া اوقية চল্লিশ দিরহম পরিমাণ হয়। অতএব পাঁচ উকীয়ায় দুইশত দিরহম হইবে। ইহা সাড়ে বায়ান্ন তোলার সমতুল্য। সুতরাং কাগারও নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদি অথবা তৎপরিমাণ নোট জাতীয় টাকা থাকিলে উহার যকাত দিতে হইবে। স্বর্ণের নেছাব সাড়ে সাত তোলা। এই পরিমাণ স্বর্ণ থাকিলে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যকাত দিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة

অর্থাৎ দুইশত দিরহমের কম চাঁদিতে যকাত ফরয্ নহে, পাঁচটি উষ্ট্রের কম হইলে তাহাতে যকাত নাই এবং পাঁচ অছক[১] হইতে অল্প পরিমাণ খাজুরেও যকাত ফরয্ হইবে না।—মুসলিম।

হযরত আবু সাঈদের (রাযিঃ) সুত্রে উহাতে বর্ণিত হইয়াছে

ليس فيما دون خمسة اوساق من تمرو لاحب صدقة

খাজুর অথবা অন্যান্য শস্যের পাঁচ অছকের কম হইলে যকাত ফর্য্ হইবে না।—বুখারী ও মুসলিম।

৪৯২) হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) স্বীয় পিতার মারফত রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والعيون اوكان عشريا العشرو فيما سقى بالنضح نصف العشر

যে সমস্ত শস্য আকাশের বৃষ্টি অথবা নালা উপনালার পানি দ্বারা সিক্ত হইয়া থাকে অথবা যাহা নিজে নিজেই উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই সমস্ত শস্যের ১০ম ভাগ যকাত—উশর দিতে হইবে এবং যাহা সিঞ্চনের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাতে বিশ ভাগের একভাগ যকাত ফর্য হইবে।—বুখারী। আবু দাউদের সুত্রে বর্ণিত হইয়াছে

اوكان بعلا العشرو فيها سقى بالسوانى او النضح نصف العشر

আপন শিকড়ে রস চুসে উৎপন্ন ফসলেও দশমাংশ যকাত দিতে হইবে আর যাহাতে উষ্ট্র অথবা অন্য কোন পশুর দ্বারা কূপ হইতে পানি সিঞ্চন করিয়া দিতে হয় তাহাতে বিংশতি অংশ যকাত ফর্য হইবে।

৪৯৩) হযরত আবু মুসা আশ্'আরী (রাযিঃ) ও মাআয বিন জবল (রাযিঃ) প্রমুখ্যাৎ বর্ণিত হইয়াছে

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لهما لاتا خذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, শুধু নিম্ন বর্ণিত চারিটি ফসলের যকাত গ্রহণ করিও যব, গম, কিশ্মিশ্ এবং খাজুর—(অন্যান্য শাকসব্জীর নহে)। —তাবরানী ও হাকিম। দারকুত্নী মাআযের সুত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

قال واما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

কাঁকুড়, খরবুজা, আনার এবং বাঁশ জাতীয় বস্তুতে যকাত নাই[২]। রসুলুল্লাহ (দঃ) যকাত হইতে এই সমস্ত বস্তুকে

---

১) অছক ষাট ছা'য়ের সমান এবং ছা'য়ের আনুমানিক পরিমাণ দুই সের এগার ছটাক, অতএব এক অছক ৪ মণ এক সের এবং পাঁচ অছক কুড়ি মণ পাঁচ সেরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া থাকে। হযরত মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ি (রহঃ) ছা'য়ের পরিমাণ দুই সের নয় ছটাক হিসাবে অছকের পরিমাণ ৩৮৭৪২ ছটাক ৩১/২ মাশা এবং পাঁচ অছকের পরিমাণ উনিশ মণ এগার সের পৌনে সাত ছটাকের সামান্য অধিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, এই পরিমাণ শস্যের কম হইলে উহাতে যকাত ফর্য হইবেনা। এই পরিমাণ ও ইহার অধিক পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইলে যে সমস্ত ভূমি অথবা বাগানের ফসল বৃষ্টি অথবা নালা উপনালার পানি দ্বারা সিক্ত হইয়া থাকে উহাতে দশম অংশ যাকাত দিতে হইবে। পক্ষান্তরে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে যে সমস্ত ফসলে পানি সিঞ্চন করা হয় তাহাতে বিশ ভাগের এক ভাগ যকাত দিতে হইবে।—অনুবাদক।

২) যে সমস্ত শস্য পচনশীল এবং গুদামজাত করা যায়না উহাতে উশর আছে কিনা সে সম্বন্ধে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) সিদ্ধান্ত এই যে, বৃক্ষ, ঘাস ও বাঁশ প্রভৃতি নিজে নিজে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় শস্যাদি—তরিতরকারী ও ফসলের যকাত প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, আবুইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ প্রভৃতি বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত বস্তু চতুষ্টয় ব্যতীত পচনশীল শাকসব্জী এবং যাহা গুদামজাত করা যায় না তাহাতে যকাত নাই।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

৪৯৪) হযরত সহ্ল বিন আবু হাস্মার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, বাগানের ফসল সম্বন্ধে অনুমান করতঃ উহার তৃতীয়াংশ অথবা চতুর্থাংশ বাদ দিয়া উহার যকাত গ্রহণ করিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।—আহমদ ও সুনন—ইবনে মাজা ব্যতীত। ইবনে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

امرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا خرصتم فخذو ا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

৪৯৫) হযরত আত্তাব বিন উসায়দ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, (যকাত গ্রহণের জন্য) যেভাবে খাজুর পরিমিত হয় সেইরূপ আঙ্গুরেরও পরিমাণ করা উচিত এবং কিশ্মিশ্ হওয়ার পরই উহার যকাত গ্রহণ করা কর্তব্য। —আহ্মদ ও সুনন।

قال امرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان تخرص العنب كما يخرص النخل وتوخذ زكوته زبيبا

৪৯৬) হযরত আম্র বিন শুয়াইবের (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক তাহার একটি মেয়েসহ রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইল। তাহার মেয়েটির হস্তদ্বয়ে দুইটি স্বর্ণের চুড়ি ছিল। রসূলুল্লাহর (দঃ) স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উহার যকাত প্রদান করিয়া থাক? সে বলিল, না, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উহার পরিবর্তে কিয়ামতের দিন তোমাকে আল্লাহ দুইটি আগুনের চুড়ি—গহনা পরাইবেন, তাহা কি তুমি পছন্দ করিবে? (এই ভীতিপ্রদ সংবাদ শ্রবণে) স্ত্রীলোকটি (ভীত হইয়া) উক্ত চুড়িদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দিল।—আবুদাউদ, তিরমিযী ও নসায়ী। হাদীসটির সনদ মজবুত। হাকীম আয়েশার সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে[১] বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان امراة اتت النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفى يدا بنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكوة هذا قالت لاقال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقهما

৪৯৭) হযরত উম্মে ছাল্মা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি স্বর্ণের গহনা—মল ব্যবহার করিতেনঃ তিনি রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রসূল! ইহা কি কন্‌য? (যাহার কুৎসা পবিত্র কুরআনে করা হইয়াছে আত্তাওবা, ৩৪) রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি তুমি উহার যকাত প্রদান করিয়া থাক তাহাহইলে উহা 'কন্‌য্' পর্যায় ভুক্ত হইবেনা[২]।—আবুদাউদ ও দারকুত্নী, হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يارسول الله اكنز هو قال اذا اديت زكوته فليس بكنز

১) হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) আয়েশার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার হস্তদ্বয়ে চাঁদি-নির্মিত গহনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? জননী আয়েশা বলিলেন, আপনার সম্মুখে সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য আমি তৈরী করাইয়াছি। হযরত বলিলেন, তুমি ইহার যকাত প্রদান কর কি? তিনি বলিলেন, না। হযরত (দঃ) বলিলেন, দোযখের আগুনের জন্য ইহাই যথেষ্ট'—হাকিম বিশুদ্ধ সনদে।

এই হাদীস ও মূলগ্রন্থে গ্রন্থে উধৃত হাদীসের সাহায্যে অলঙ্কারের যকাত অপারহার্য হওয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

২) এই হাদীস এবং ৪৯৬ নং হাদীস দ্বারা অলঙ্কারের যকাত ফরয হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সম্বন্ধে সাহাবা ও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সাহাবাগণের মধ্যে হযরত উমর বিন খাত্তাব, আবদুল্লাহ বিন মসূউদ, আবদুল্লাহ বিন উমর এবং ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুম) প্রভৃতি অলঙ্কারে যকাত ফরয বলিয়াছেন এবং উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হযরত জাবের, আয়েশা প্রভৃতি অলঙ্কারে যকাত নাই বলিয়াছেন। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী (একমতে) ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা সাহাবাদের আ'ছারের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত হাদীসসমূহের বিদ্যমানতায় কোন আছর বা কারও মতের উপর নির্ভর করিয়া অলঙ্কারের যকাত অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাইনা। অতএব অলঙ্কার প্রভৃতি যদি নেছাব পরিমাণ হয় তাহাহইলে উহার যকাত প্রদান করা অপরিহার্য, তাতে সন্দেহ করা উচিত হইবেনা।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

৪৯৮) হযরত সামুরা বিন জন্দব (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে সেই সমস্ত মালের যকাত দানের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যাহা ব্যবসার জন্য নির্ধারিত হইয়া থাকে।—আবু দাউদ দুর্বল সনদে।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يامرنا ان نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع

৪৯৯) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন রেকাযের[১] (মাটিতে প্রথিত খণিজ দ্রব্য) পঞ্চমাংশ (যকাত স্বরূপ) প্রদান করিতে হইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال وفى الركاز الخمس

৫০০) হযরত আম্‌র বিন শু'আইব স্বীয় সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ খণিজ দ্রব্য সম্বন্ধে যাহা কোন ব্যক্তি অনাবাদী ভূমিতে প্রাপ্ত হয় বলিয়াছেন, যদি উহা আবাদী ভূমিতে প্রাপ্ত হও তাহাহইলে উহার পরিচয় করার ব্যবস্থা কর আর যদি উহা অনাবাদী ভূমিতে প্রাপ্ত হও তাহাহইলে উহারও রেকাযের পঞ্চমাংশ প্রদান কর।—ইবনে মাজা হাসন সনদে।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فى كنز وجده رجل فى خربة ان وجدته فى قرية مسكونة فعرفه وان وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس

৫০১) হযরত বিলাল বিন হারিস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কবল নামক স্থানের[২] খণিজ দ্রব্যের যকাত গ্রহণ করিয়াছেন।—আবুদাউদ।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ফিত্‌রার বিবরণ

৫০২) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মুসলমানদের প্রত্যেক দাসত্বমুক্ত, পুরুষ ও নারী এবং ছোট বড় সকলের প্রতি এক ছা'[৩] খাজুর অথবা এক ছা' যব ফিত্‌রা প্রদান করা অপরিহার্য—ফর্‌য করিয়াছেন। এবং মানুষের ঈদের নমাযের জন্য বহির্গত হওয়ার পূর্বেই উহা আদায় করার নির্দেশও দিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম। ইব্‌নে আদী ও দারকুত্‌নী দুর্বল সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, (হযরত (দঃ) বলিয়াছেন,) ঈদের এই পবিত্র দিবসে তাহাদিগকে (দরিদ্রদের) বাড়ী বাড়ী ঘোরা হইতে পরিত্রাণ দান কর।

قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زكوة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير على العبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلوة

---

১) রিকায্‌ ঃ প্রাক ইস্‌লাম যুগের প্রথিত খনিজ দ্রব্য বলিয়া ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উহাতে পঞ্চমাংশ যকাত স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সুফইয়ান সওরী রিকাযকে সাধারণ খনিজ দ্রব্যের (মা'দন) পর্যায়ভুক্ত করিয়া যকাত প্রদানের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

২) "কাদান" সমুদ্র তীরবর্তী স্থান ঃ মদীনা ও উহার মধ্যে পাঁচ দিনের দূরত্ব রহিয়াছে।

৩) চারি মুদে একছা' হইয়া থাকে, প্রতি মুদের পরিমাণ ১⅓ সোয়া রত্তল অতএব ৫⅓ সোয়া পাঁচ রত্তলে যে এক ছা' হয় ইহাই বিশুদ্ধ এবং ইহাই হিজায বা মক্কা মদীনাবাসীদের ছা'। দাউদী বলিয়াছেন, ছা' এর পরিমাণ হইতেছে মধ্যম প্রকৃতির ব্যক্তির হস্তদ্বয়ের চারি অঞ্জলী পরিমাণ। কামুছ প্রণেতা এই উক্তি উধৃত করার পর বলিয়াছেন, আমি নিজে এই কথা যাঁচাই করিয়া সত্যই পাইয়াছি।—কামুছ। হানাফী ময্‌হবের অগ্রনায়ক ইমাম আবুইউসুফ মদীনায় গমন করিলে ইমাম মালেকের সহিত তাঁহার এই বিষয়ে তর্ক বা মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরাজিত হইয়া তিনি আট রত্‌লে ছা' হওয়ার হানাফী মত পরিত্যাগ করিয়াছেন।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সৈয়েদ আহমদ বেরেলভীর রাজনীতি

মোহাম্মদ আবদুল বারী, এম, এ, ডি ফিল (অক্স.ফার্ড)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সৈয়েদ সাহেব তাঁহার চিঠিতে জোরের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, " নানাকারণে-সুলতান ও বাদশাহগণের বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়া থাকে। কোন কোন লোক তাহাদের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করে ধনসম্পদ অর্জন অথবা ক্ষমতা দখলের উদ্‌গ্র বাসনায়। কেহ কেহ তাহাদের সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, আবার কেহ কেহ শুধু শাহাদতের গৌরব হাসেলের জন্যই একাজে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আমাদের উত্থানের পশ্চাতে ইহার একটি কারণও ক্রিয়াশীল ছিল না। এসব অপেক্ষা মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই অর্থাৎ মহান শক্তিশালী আল্লাহর সুমঙ্গল ইচ্ছাক্রমেই আমরা দীনে মোহাম্মদীর সাহায্যকল্পে এখানে আগমন করিয়াছি।"[1]

সৈয়েদ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল তাঁহার 'মনসব-ই-ইমামৎ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, খোলাফা-ই-রাশিদীন বা ন্যায়পরায়ণ খলিফা খলিলুল্লাহ (ইব্রাহিম আঃ), রূহুল্লাহ (ইসা আঃ) অথবা হাবিবুল্লাহ (মোহাম্মদ দঃ) এর মত ব্যক্তিগত বা স্বকীয় কোন পদবী নয়। ইহা মুজতাহিদ (ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ) এবং আলিম (পণ্ডিত) শব্দের ন্যায় ব্যক্তি-নিরপেক্ষ একটি পদ এবং ইহা দ্বারা একটি বিশেষ পদের অধিষ্ঠাত্রীকে বুঝায়। সুতরাং দেশ-জাতি-বংশ-পরিবার নির্বিশেষে যে কোন লোক এই পদের জন্য যে গুণাবলী ও যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা পূরণ করিলে তাহাকেই ন্যায় পরায়ণ খলিফারূপে অভিহিত করা যাইবে বা যাইতে পারে। চারিজন ন্যায়পরায়ণ খলিফার পর খিলাফতে রাশেদার সমাপ্তি ঘটিয়াছে— এই দাবীর যাথার্থ দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করার পর শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল রসুলুল্লাহর (দঃ) বহু হাদীসের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, সর্বশেষ যুগে শুধু মেহদীর দ্বারাই নয় বরং অন্তর্বর্তীকালেও অনেক সময় আরও অনেকের দ্বারা এই খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হইবে। উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম।[2]

সংস্কারপন্থীগণ কর্তৃক খেলাফতে রাশেদার আনুষ্ঠানিক কোন দাবী জানান হইয়াছিল কিনা তাহা আমরা অবগত নই। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উহার দাবী জ্ঞাপন করিয়াছিলেন :

১। ইমামাত সম্বন্ধে তাঁহাদের ধ্যানধারণা ও তত্ত্বগত আলোচনার ধারা।

২। ইসলামের সত্যিকার খলিফাগণ যেরূপ 'আমিরুল মুমেনিন' বা বিশ্বাসীগণের নেতা পদবী ধারণ করিতেন সৈয়েদ সাহেব কর্তৃক ১২৪২ হিজরীর ১২ই জুমাদিয়াস সানী তারিখে অবিকল সেইরূপ পদবী গ্রহণ এবং উহার পর হইতেই সংস্কারপন্থীদের সমস্ত দলিল দস্তাবেজ এবং চিঠিপত্রে অপরিহার্যভাবে উহার ব্যবহার।

৩। জনগণের মধ্যে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কর্তৃক সৈয়েদ সাহেবের বৈশিষ্ট পূর্ণ স্বভাব-প্রকৃতির দাবী ও উহার বিরামহীন প্রচার।

৪। সর্বোপরী এই দাবী যে, তিনি অন্যান্য ইলাকার সমস্ত মুসলমানদের নিকট ঘোষণাবলী ও চিঠিপত্র এবং বিশেষ দূত ও প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক এই আহ্বান জানান যে, তাহারা যেন আল্লাহর নামের মহিমা উচ্চারণ করে, সৈয়েদ সাহেবের ইমামতকে কবুল করে, এবং তাঁহার খিলাফতকে স্বীকার করিয়া লয়[3]...এবং তৎসহ এই ঘোষণা যে, আমরা আল্লাহকে এব্যাপারে আমাদের সাক্ষীরূপে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহার ইমামত প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে

1 Sawanih, P, 185

2. Monsab-i-imamat. p p. 1 1—126

3. Sawanih P. 101.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং তাঁহার আনুগত্য বরণ আমাদের উপর ফরজ হইয়া পড়িয়াছে।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের সরকার পক্ষীয় বিচার পর্বের পর হইতে সৈয়েদ আহমদ এবং তাঁহার অনুসরণকারীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে বেশ কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে এক দিকে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, রেভ টমাস এবং ক্যালকাটা রিভিউ (Vol. L and Li) এ প্রকাশিত "ভারতের ওয়াহাবী" (The Wahhabis in India) শীর্ষক প্রবন্ধে অজ্ঞাতনামা লেখক সহ অধিকাংশ ইউরোপিয়ান লেখক এই অভিমত পোষণ এবং প্রচার করিয়াছেন যে সৈয়েদ আহমদ কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলন গোড়া হইতেই বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল এবং ইংরেজ শাসকগণ এসম্বন্ধে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাতই রহিয়াছিল। কিন্তু অত্যধিক বিলম্বে যখন তাহারা এসম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন হইয়া উঠিল তখন সংস্কারপন্থীদের প্রতিরোধ ও দমনের জন্য ১৮৫০ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদিগকে একের পর এক অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক অভিযান প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অপরপক্ষে একদল লেখক (যাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল সৈয়েদ সাহেবের শিষ্য এবং গুণমুগ্ধ) পূর্ণোদ্যমে ইহা প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হন যে, ইংরেজদের সঙ্গে সৈয়েদ সাহেবের কোনই বিবাদ ছিল না, তাঁহার জিহাদ শুধুমাত্র শিখদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত লেখকগণ এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, সৈয়েদ আহমদ শুধু যে ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন না, তাহাই নহে, তিনি তাঁহার অভিমত এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে নিশ্চিতরূপে বৃটিশ সমর্থক ছিলেন।[২] তাঁহারা তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন উহা মোটামুটি ৩টি :

১। সৈয়েদ আহমদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ বিভিন্ন দফায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন প্রকার অভিযোগ নাই বলিয়া ঘোষণা করেন।[৩]

২। তাঁহারা কখনই তাঁহাদের কথায় বা কাজের দ্বারা এ কথা ঘোষণা করেন নাই যে, বৃটিশ ভারত 'দারুল হরব' অথবা কোন দিনই তাঁহারা এখান হইতে দলগত হিজরতের কথাও প্রচার করেন নাই।[৪]

৩। সৈয়েদ সাহেব এবং তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শিষ্যের দল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন, এবং শিখদের ক্রমবর্ধমান বিপদসঙ্কুল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনায় তাহাদের উৎসাহ এবং নৈতিক সমর্থনও লাভ করিতে সক্ষম হন।[৫]

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই দুই অভিমতের একটিও পুরাপুরি সত্য নহে, আংশিক সত্য মাত্র, সুতরাং উহা বিভ্রান্তিকর। যে ভীষণ রাজনৈতিক উত্তেজনার মুহূর্ত এবং অবিশ্বাস ভরা পরিবেশে তাঁহাদিগকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি সাধারণ ভাবে মুসলমানগণের এবং বিশেষভাবে সংস্কারপন্থীদের রাজানুগত্য সম্বন্ধে তখন সরকারের মনে যে সন্দেহ উদ্রিক্ত হইয়াছিল এবং উহার ফল স্বরূপ তাঁহাদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহার অপনোদন ও দূরীকরণের জন্য শেষোক্ত লেখক দলকে 'দারুল হরব' এবং 'দারুল ইসলাম' সম্পর্কিত বৃটিশ ভারতের সত্যিকারের অবস্থার বিচার বিশ্লেষণের জন্য আইনগত সূক্ষ্ম প্রশ্নের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। এই দলের মধ্যে যাহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহারা হইতেছেন : মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, "আল ইকতিসাদ ফি মাসায়েলিল জিহাদ" নামক পার্শী পুস্তিকার লেখক মওঃ মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী এবং স্যার সৈয়েদ আহমদ খান। তাঁহারা এ বিষয়ে ধর্মীয় শাস্ত্রের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণেও প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের একটি উপদল সৈয়েদ সাহেবের কতিপয় কূটনৈতিক ঘোষণা দ্বারা আত্মপ্রতারিত হইয়া ইহা প্রমাণ করার প্রবল চেষ্টা করেন যে, সৈয়েদ সাহেব ইংরেজদের শত্রু হওয়া

১ Museum M S. Or. 6635 fol. 72.

২ Sawanih P. 15.

৩ Sir Sayyid Ahmad Khan: Review on Dr. Hunter's Indian Musalmans (Rev.) P P 14-19. Sawanih, P 71

৪ Rev., P P 29—32 & 41—45

৫ See Sawanih P 175.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দূরের কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাহাদের মিত্র ও বন্ধু ছিলেন। সৈয়েদ সাহেবের সেই সব ঘোষণার অংশ বিশেষ নিম্নে উল্লেখিত হইল: "আমরা কোন মুসলমান সরদার বা নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি, কোন মোমিন রাজ্যাধিপতিকে অসুবিধায় নিক্ষেপ করাও আমাদের আকাঙ্খা নহে,.....আর ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধেও আমাদের কোন ঝগড়া নাই।"[১] কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কাফির বা অবিশ্বাসী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সৈয়েদ সাহেবের কোন ভ্রমাত্মক ধারণা ছিলনা, এবং হিজরত ও জেহাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহও তাঁর মনে জাগ্রত হয় নাই।[২] তিনি নওয়াব সুলায়মান জাহ্ এর নিকট এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের দেশীয় সরকার ও শাসন বিভাগের উপর বিগত কয়েক বৎসর হইতে ভাগ্য এমনিই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার ফলে খৃষ্টান এবং মুশরেকের দল দেশের বৃহত্তর অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং উহার অধিবাসীদের উপর নির্যাতন শুরু করিয়া দিয়াছে। কুফরী ও শেরকীয়ানা কার্য কলাপে মানুষ প্রকাশ্যেই লিপ্ত হইতেছে এবং ইসলামের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপ অন্তর্হিত হইয়াছে। এই অস্বস্তিকর অবস্থা ও পরিবেশ আমার অন্তরকে বেদনার কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিয়াছে এবং আমি হিজরত করার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার সমগ্র অন্তরাত্মা একটি মাত্র চিন্তায় ভরিয়া রহিয়াছে এবং উহা হইতেছে জিহাদ—ধর্মীয় যুদ্ধ।[৩]

শাহ আবদুল আযীয তাঁহার ফতোয়ায় বৃটিশ দখলীকৃত ভারতকে দারুল হরবরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ফতোয়ায় লিখিয়াছেন, "এই শহরে (দিল্লীতে) ইমামুল মুসলিমীন বা মুসলিম নেতার কর্তৃত্ব বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নাই। খৃষ্টান সেনাপতিদের কর্তৃত্ব বিনা প্রতিবন্ধকতায় কার্যকরী। কর্তৃত্বের কার্যকরিতার দ্বারা আমি ইহাই বুঝাতে চাই যে, দেশের শাসন পরিচালনা, রাজস্ব ও উশর আদায়, ডাকাত ও চোরদের শাস্তি প্রদান, ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা, বিভিন্ন ধরণের অপরাধের শাস্তি প্রদান—সমস্তই বিধর্মীদের হুকুম ও ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইতেছে। আর ইসলামের কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম যেমন, শুক্রবাসরীয় নামায, দুই ঈদের নামায, আযানের ডাক, গরু জবাই প্রভৃতিতে তাহারা বাধা না দিলেও, এই সব অনুষ্ঠানের আন্তর্নিহিত নীতির উপর কোন গুরুত্বই তাহারা আরোপ করেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহারা তাহাদের খোশখেয়াল মত যে কোন মসজিদ ভাঙ্গিয়া নির্মূল করিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেনা।

ইংরেজদের অনুমতি না পাইয়া কোন মুসলমান বা যিম্মীর সাধ্য নাই যে, শহরে কিম্বা উহার উপকণ্ঠে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহাদের নিজেদের স্বার্থে কোন সংবাদ বাহক, পরিব্রাজক এবং বণিককে প্রবেশাধিকার দিতে তাহারা কোন আপত্তি করে না। অথচ সুজাউল মুলক, বেলায়েতী বেগম, প্রভৃতির ন্যায় রাজন্যও হয়ত তাদের অনুমতি ভিন্ন এই এলাকায় ঢুকিতে সক্ষম হবেনা। খৃষ্টানদের এইরূপ শাসন এই শহর (দিল্লী) হইতে কলিকাতা অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। বৃটিশ অধিকৃত ভারতকে রসুলুল্লাহর (দঃ) যামানার খাইবরের সঙ্গে এবং হযরত আবু বকরের যমানার ইয়ামামের সঙ্গে তুলনা করিয়া শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষ একটি "দারুল হরব"।[৪] অতঃপর শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল ১২৩৩ হিজরীতে সদলবলে সৈয়েদ সাহেবের মক্কায় তীর্থ যাত্রার চারি বৎসর পূর্বে বলেন, এমন কি এই ১২৩৩ হিজরীতে ভারতের বর্তমান অবস্থাকে—যখন ইহার বৃহত্তর অঞ্চল দারুল হরবে পরিণত হইয়াছে—দুই কিম্বা তিন শতাব্দী পূর্বের ভারতের সহিত তুলনা করিয়া দেখা উচিত। আল্লাহর তরফ হইতে যে সব অনুগ্রহরাশি আমরা প্রাপ্ত হইতেছি আর এই যে বহু আলেম ও-আমল

1 Sawanih P. 175

2 Shah Muhammad Ismail's Letter to Mir Shah Ali. see also the Sayyid's letter No. 19 in the Sawanih (P.P. 198—199)

3, As quoted in Sirat Sayyid Ahmad Shahid op. cit. pp. 126—7

4, Fatawa 'Aziziya

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার সহিত সেই সময়কার অবস্থা-বৈষম্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।[১]

মনে হয় প্রকৃত অবস্থার বাস্তবধর্মী বিবেচনাই সৈয়েদ সাহেবকে ইংরাজদের পরিবর্তে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনায় উদ্বোধিত করিয়াছিল। "..... একসঙ্গে দুই শত্রুর মুকাবেলা করা অপেক্ষা শুধু একটির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণই যে যুক্তিসঙ্গত তাহা সহজ বুদ্ধিতেই বোধগম্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর শিখ—এই দুইটির ভিতর শিখরাই ছিল স্পষ্টতঃ ক্ষুদ্রতর শক্তি। সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনাই ছিল সমধিক। আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠানগণ যে সামরিক শক্তির অধিকারী তাহা অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ভাবে কাজে লাগান গেলে উহা আন্দোলনের পক্ষে অধিকতর মূল্যবান প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।"[২]

আর একটি বিষয় সৈয়েদ সাহেবের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল বিবেচিত হইয়াছিল। উহা ছিল সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র দলপতিদের অন্তরে রণজিৎ সিং সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আশঙ্কা। সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশেও আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাহার দুরাকাঙ্খামূলক অভিসন্ধিতে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উক্ত দুই প্রদেশের লোকেরা ইতিপূর্বে ইংরেজদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে কিন্তু তাহাদের এই প্রার্থনায় সাড়া দিতে ইংরেজগণ পরাঙ্মুখ হয়।[৩]

মুসলিম রাজ্য সমূহের নৈকট্যও সাফল্যের সম্ভাবনাকে বর্ধিত করিয়াছিল। সৈয়েদ সাহেব ব্রিটিশ ভারতীয় এলাকাকে শিখদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের পশ্চাদ্ঘাটি রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ইংরাজগণ অসন্তুষ্ট হন এমন কোন কাজকে তিনি অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে পরিহার করিয়া চলিতেন।

সংস্কারপন্থীদের এই পরিগৃহীত নীতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কূটনৈতিক কৌশলের সহিত চমৎকার মিলিয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথে এককভাবে সর্বপ্রধান অন্তরায় বা সম্ভাব্য বিপদ সঙ্কেত রূপে বিবেচিত হইত রণজিৎ সিং এর নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান শিখ শক্তি। এই দুর্ধর্ষ শক্তি পশ্চিম সীমান্তে মুজাহিদগণ কর্তৃক যুদ্ধরত থাকায় পূর্বদিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হইয়া উঠে।

সুতরাং উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কার পন্থীদিগকে কোম্পানী প্রত্যক্ষ কোন সাহায্য প্রদান না করিলেও, উহাদের অধীনস্থ এলাকা সমূহের জনসাধারণ কর্তৃক সাহায্য প্রদানের কাজে কোম্পানী কোন আপত্তি উত্থাপন বা উচ্চবাচ্য করেনাই। এমন কি কোম্পানীর সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে উহার অনেক মুসলিম কর্মচারী স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে চাকুরী ত্যাগ করিয়া সীমান্তের জেহাদে যোগদানের জন্য অগ্রসর হন।[৪]

সরকারী সমর্থনের একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। দিল্লীর কমিশনার মিঃ উইলিয়াম ফ্রেজারের কোর্টে দিল্লীর এক মহাজনের বিরুদ্ধে শাহ মোহাম্মদ ইসহাক একটি ডিক্রি প্রাপ্ত হন। তাহার বিরুদ্ধে সীমান্তের মুজাহেদগণের জন্য সংরক্ষিত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পরে এলাহাবাদের সদর আপীল কোর্টেও উক্ত ডিক্রি বহাল রাখা হয়।[৫] কোম্পানীর এই সমর্থন পাওয়ার প্রকাশ্য কারণ এই যে, এই পর্যায়ে উক্ত আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে শিখদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছিল।

সুতরাং বালাকোটে সৈয়েদ সাহেবের পরাজয় এবং মৃত্যু সংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে লুধিয়ানার রাজনৈতিক সহকারী মিঃ সি এম ওয়েড ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই তারিখে গবর্ণর জেনারেলের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত পত্রে এই মন্তব্য করেন, "যে সৈয়েদ বিগত ৫ বৎসর যাবৎ শিখদিগকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহাকে সমূলে দমন করিতে সক্ষম হওয়ায়—এখন শিখদের

1. Sirat-i-Mustaqim P, 319

2. The Morning News, op. cit. PP. 77—79

3. Bengal Secret Consultations, 31st Oct. 1823 Nos. 5—8; B, P, C., 9th April, 1824, No. 55

4. See Sir Charles Metcalfe's letter as quoted in the Morning News, op, cit.

5. Rev. P. 15

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভবিষ্যৎ আক্রমণ স্থল সম্পর্কে অনেকেই জল্পনা কল্পনা করিতেছে। তাহারা বলিতেছে, বিরামহীন যুদ্ধে কর্মব্যস্ত, শান্তিতে অধৈর্য বিপুল সৈন্য বাহিনীকে শিখ নেতা শীঘ্রই অন্য কোন অভিযানে নিয়োজিত করিবেন ....."[১]

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ কর্তৃক পাঞ্জাব ব্রিটিশ ভারতের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পরই সংস্কারপন্থীগণ সর্বপ্রথম ইংরেজদের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হন।[২] ইহার পর হইতেই তাহারা ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বপ্রধান ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিরূপে বিরাজ করেন।

সে যাহাই হোক, প্রাথমিক সংস্কারপন্থীদের সমগ্র ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও একথা কেহই দেখাইতে পারিবেন না যে, **ব্যক্তিগত, জাতিগত অথবা শ্রেণীগত কোন উদ্দেশ্যে** তাহারা ব্রিটিশ, শিখ অথবা অন্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে উত্থান কিম্বা মিত্রতা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুজাহিদ-সাহিত্য ও দলিল দস্তাবেজ হইতে আমরা পরিষ্কার জানিতে পারি যে, এই সব শক্তির সহিত বন্ধুত্ব অথবা বিরোধিতা, তাহাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পথে অনুকূল অথবা প্রতিকূল ব্যবস্থার তারতম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। কারণ জিহাদ ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র। সে উদ্দেশ্য ছিল ই'লায়ে কালেমাতে রাব্বেল আ'লামীন এবং ইহাহ্ ইয়ায়ে সুন্নতে সাইয়েদুল মুর্সালীন—বিশ্বপ্রভু আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করে তোলা আর তাঁহার প্রিয়তম বান্দা ও শ্রেষ্ঠতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) সুন্নতের পুনর্জীবন। আর এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে উহার সার্থক প্রয়োগ ক্ষেত্ররূপে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।[৩]

সৈয়েদ সাহেবের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ রাষ্ট্রের মোটামুটি ধারণা পাইতে হইলে আল্লামা মোহাম্মদ'ইসমাঈল কৃত গবেষণা-সমৃদ্ধ মহামূল্য গ্রন্থ 'মনসব-ই-ইমামতের' দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। দুঃখের বিষয় পুস্তকটির দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করার সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই গ্রন্থকারের শাহাদত ঘটায় উহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। প্রথম খণ্ডে (১) **হকীকত-ই ইমামৎ,** ইমামতের তাৎপর্য এবং (২) **আহকাম-ই-ইমামৎ**—ইমামতের কর্তব্যাবলী আলোচিত হইয়াছে। সিয়াসৎ সম্পর্কে শাহ সাহেব বলেন, "সিয়াসতের তাৎপর্য হইতেছে ইমামৎ ও হুকুমতের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদিগের এমন আইনের সাহায্যে শাসন কার্য সাধন, যে আইন তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য কল্যাণপ্রদ। এখানে মৌলিক নীতি হইবে ব্যক্তি বা ব্যষ্টি স্বার্থে জনগণের শোষণের পরিবর্তে নিঃস্বার্থ ভাবে জনবৃন্দের কল্যাণ সাধন।"

শাহ সাহেব অতঃপর শাসনকার্যকে ২ ভাগে বিভক্ত করেন। ১ম : **সিয়াসতে ঈমানী** মুমেনগণের শাসন; ২য় : **সিয়াসতে সুলতানী**—সুলতানদের শাসন।[৪]

'মুমিনের শাসন' দ্বারা কি বুঝায় উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শাহ ইসমাঈল শহীদ বলেন,

"যদি নিয়মানুবর্তিতা, আইন কানুন এবং শান্তির বিধান জনগণের এই শিক্ষা ও তরবিয়তের জন্য হয় যে, উহার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইবে যাতে করে তারা এই পৃথিবীতে কোন অত্যাচারী রাজার স্বেচ্ছাচারী ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত না হয় এবং পারলৌকিক জীবনে নরকের আগুনেও নিক্ষিপ্ত না হয়।"

"যদি আদেশ ও নিষেধের গণ্ডিভুক্ত করা হয় শুধু সেই সব বিষয় যাহার সহিত তাহাদের এই জগতের শান্তি শৃঙ্খলা আর পরবর্তী স্থায়ী জীবনের মুক্তির প্রশ্ন জড়িত, এবং এরূপ সম্পর্ক নাই যেসব বিষয়ের, সেসব গুলিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা না হয়।"

"যদি শাসন কার্যে উপরোল্লিখিত হেদায়তের নীতি যতদূর সম্ভব—অবলম্বিত হয় এবং হেদায়তের নীতি কোন কারণে ব্যর্থ হওয়ার পর সিয়াসতের পথ অবলম্বিত হয় এবং তখনও ভীতি প্রদর্শন এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারের স্থলে সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্র আচরণকেই অধিকতর কাম্য মনে করা হয়।

1. B. P. C. June, 17, 1831, No. 41
2. Dr, Hunter indirectly admits : see, Hunter, op, cit : p,—13.
3. See the Sayyid's letter to the Shah of Bukhara / Sawanih PP 189-193, Sirat Sayyid Ahmed Shahid, op cit, PP. 121—126
4. ansab-i-imamat.

www.ahlehadeethbd.org

এবং যখন শাসন কর্তৃত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সরকার প্রণীত আইনের মর্যাদা নিজেরা রক্ষা করিয়া এবং আইনের প্রতি নিষ্ঠার আদর্শ নিজেরা কায়েম করিয়া জনগণকে উহা স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যতামূলকভাবে মান্য করার আহ্বান জ্ঞাপন করেন—" কেবল তখনই এবং সেই অবস্থাতেই উহাকে মুমিনের শাসনরূপে আখ্যায়িত করা যাইবে।"*

'মুমিনের এই শাসন'-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাই কামনা করিয়া ছিলেন সৈয়েদ সাহেব তাঁহার পরিকল্পিত ইসলামী রাষ্ট্রে। পাঞ্জতার এবং পেশোয়ারে ইহার সূচনা করা হইয়াছিল।

সংস্কারপন্থীদের ভাগ্য বিবর্তনে উক্ত উভয় স্থানের পরীক্ষামূলক কার্য যদিও মাত্র অল্প কিছুদিন স্থায়ী হইয়াছিল তবুও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, সৈয়েদ সাহেবের ঐকান্তিকতা এবং বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর উহাতেই অঙ্কিত হইয়া আছে। †

---

* লেখকের ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপক গবেষণা গ্রন্থ 'A comparative study of the Early Wahhabi Doctrines and the Contemporary Reform movements in Indian Islam-এ উপনীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লিখিত।

† ১৯৫৭ সালের এপ্রিল সংখ্যা Islamic Culture (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য) এ প্রকাশিত The politics of Sayyid Ahmad Barelwi শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি কর্তৃক ভাষান্তরিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ও ইসলাম

অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী এম,এ,

ধন উপার্জনের বিভিন্ন প্রকরণের মালিকানা স্বত্ব হতে ব্যক্তি বিশেষকে বঞ্চিত করতঃ উহাকে হুকুমত বা ষ্টেটের অধিকারভুক্ত করার যে আন্দোলন বর্তমান জগতে পরিচালিত হচ্ছে, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় উহাকে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বা সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়। এ আন্দোলন ধনতন্ত্রবাদ বা ক্যাপিটালিজ্‌মেরই একটা স্বাভাবিক পাল্টা আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজতন্ত্রবাদ ধনতন্ত্রবাদী এবং তাদের অবলম্বিত জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতিগুলির পাকা পোখ্‌ত দুশমন। দুনয়ায় জীবিকার্জনের পথে যেসব অন্যায় অনাচারের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যেসব হৈ হুল্লোড় হয়ে থাকে, এবং সমাজে যেসব চারিত্রিক দোষত্রুটী পরিলক্ষিত হয় সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে এ সবেরই জন্য দায়ী হল ধনতন্ত্রবাদ। অতএব সমাজের বুক হতে ধনতন্ত্রবাদের অবসান ঘটাতে পারলে না থাকবে চারিত্রিক দোষত্রুটী, না থাকবে রাজনৈতিক হৈ হুল্লোড়, না থাকবে জীবিকার্জনের প্রতিযোগিতায় অসদুপায় (unfair means) অবলম্বনের প্রয়োজন। অতএব ধনতন্ত্রবাদের কুহেলিকা হতে আদমসন্তানদেরকে মুক্ত করে তাদেরকে তা'লিম দিতে হবে সমাজতন্ত্রবাদের। এ মহান উদ্দেশ্য নিয়েই গোড়াপত্তন হয় সমাজতন্ত্রবাদের।

বিগত সতের আঠার শতাব্দীতে ইউরোপের জীবনযাত্রার প্রণালীতে পরিবর্তন সাধিত হয় এক অদ্ভুত রকমের। একে Industrial Revolution বা যান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়ে থাকে। এ বিপ্লবের ফলে কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির পরিবর্তন হয় যথেষ্ট। পূর্ব হতেই দেশে যেসব ছোট ছোট কলকারখানা (small scale industries) মওজুদ ছিল নবাগত বৃহদাকারের (Large scale industries) কলকারখানাগুলোর মোকাবেলায় টিকতে না পেরে অনতিবিলম্বে তারা পাততাড়ী গুটাতে বাধ্য হল। দেশে বৃহদাকারের কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার অপরিহার্য ফল দাঁড়াল এই যে, দেশের গোটা অর্থনীতির কাঠামোটাই ধনকুবেরদের কুক্ষিগত হল। পূর্বে যে মজুর শ্রেণী নিজেদের স্বল্প পুঁজি দিয়ে ছোটখাট যন্ত্রপাতি খরিদ করে ছোট্টখাট্ট কলকারখানাগুলো পরিচালন করত, এক্ষণে বৃহদাকারের কলকারখানার জন্য বৃহৎ যন্ত্রপাতি খরিদ করা তাদের সাধ্যায়াতীত হয়ে উঠল। এভাবে অতিস্বল্প দিনের মধ্যেই কলকারখানা এবং কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি—উভয়ই মজুর শ্রেণীর হাতছাড়া হয়ে গেল এবং নিজেদের দেহ ছাড়া আর কোন জিনিষের মালিকানা স্বত্ব তাদের বাকী থাকলনা। পূর্ব হতেই স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা হতে বঞ্চিত মজুর শ্রেণী এক্ষণে অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা হতেও বঞ্চিত হয়ে দেশের ধনকুবেরদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়াল। এরা নিজেদের খেয়াল খুশীমত যেকোন মূল্যে মজুরদের শ্রম কিনে নিতে আরম্ভ করল। শ্রমিকরা উপায়হীন। তাদের শ্রমের যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হোক আর না হোক তারা অবস্থার চাপে পড়ে কাজ করতে বাধ্য। কারণ জঠর জ্বালা নিবৃত্তিই হল তাদের নিকট বড় সমস্যা। খাদ্যদ্রব্য উপাদেয় কিনা সে বিবেচনা করে খাওয়ার অধিকার শুধু তাদের আছে যাদের নিকট খাদ্য সমগ্রীর প্রাচুর্য আছে। কিন্তু মজুর শ্রেণীর সে অধিকার কোথায়? তাই তারা যথাসর্বস্ব হারিয়ে পেটের দায়ে যৎসামান্য মজুরীর বিনিময়ে বড় বড় কলকারখানায় মহাজনদেরকে মোটা রোজগার করে দেওয়ার কাজে লিপ্ত হল।

পুঁজিপতিদের দ্বারা সৃষ্ট এ নূতন অর্থনীতির বুনিয়াদ দুটো আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তার প্রথমটি হল এই যে, মানুষ মাত্রেরই নিজের উপার্জিত ধনের মালিক হওয়ার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হল এই যে, প্রত্যেকেরই জীবন যুদ্ধে প্রতিযোগিতা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার অধিকার রয়েছে। পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সমাজের প্রত্যেককে এ অধিকার দিতে হবে যাতে করে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে যত ইচ্ছা ধন-দৌলত উপার্জন করে সেগুলোর মালিক হতে পারে। তাদের এপথে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করা হবেনা। তবে বর্তমান জগতে পুঁজিবাদী দেশসমূহে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি accumulate করার পথে রাষ্ট্রের তরফ থেকে Sale Tax, Income Tax, Agricultural Tax ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের টেক্স স্বরূপ যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাকে তাঁরা "মন্দের ভাল" ব্যবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের মতে, সোনার সংসার গড়ে তোলার আকাঙ্খাও উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্নই মানুষকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অনাগত কালের সমৃদ্ধিই মানুষের মনে অনুপ্রেরণা যোগায় কর্মব্যস্ত জীবন যাপনের। মানুষ যদি একথা জানতে পারে যে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে যে উপার্জ্জন করছে তাতে তার কোনই অধিকার নেই, তা হলে সে কিসের আশায় রৌদ্রে পুড়ে আর পানিতে ভিজে এ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটবে? অতএব কি ব্যবসায়, কি বাণিজ্যে, কি কারিগরিতে, কি কৃষিতে সব জায়গায় মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে করে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্পিরিট সদা সঞ্জীবিত থাকতে পারে। মানুষ যখন চিন্তা করবে যে, সে যদি কর্মবিমুখ হয় অথবা খেলায় সময় নষ্ট করে তবে তার সহকর্মী তাকে পশ্চাতে ফেলে অগ্রসর হবে তখনই তার মনে কর্মতৎপর হওয়ার দুর্বার আকাঙ্খা জাগরুক হবে আর সে সমস্ত বিষাদকে ঝেড়ে ফেলে উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাবে। পুঁজিপতিদের মতে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভারসাম্য রক্ষা করার এটাই একমাত্র পন্থা।

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রবাদীরা ধনতন্ত্রবাদীদের এ দোষত্রুটীপূর্ণ ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন যে, এ ব্যবস্থায় গরীবদের আরও গরীব এবং ধনীদের আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়ারই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ জীবিকার্জ্জনের জন্য যে মূলধন ও সামগ্রীর প্রয়োজন হয়ে থাকে সহায় সম্বলহীনরা তা হতে বঞ্চিত হওয়ায় কোন দিনই ধনীদের সহিত মোকাবেলায় টিকে উঠতে পারে না। তাই এ ব্যবস্থার অপরিহার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, ধনীরা ফুলে ফেঁপে উঠে আর নির্ধনেরা পথের কঙ্গাল হয়ে দাঁড়ায়। আর এ ভাবে দুনিয়ায় দারিদ্র ও অশান্তির রাজত্ব আরও মজবুত আসন দৃঢ় হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজতন্ত্রবাদীরা এ পরামর্শ দেন যে, যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা স্বত্বের উপর কড়াকড়ি শর্ত আরোপ করা না হয়েছে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে দারিদ্র ও অনাহারের রাজত্ব বিরাজ করতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কলায় সীমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়ার অর্থ এই যে, যাদের পূর্ব হতেই সামর্থ রয়েছে তারা আরও ধনী হবে আর যাদের মূলধনের অথবা যন্ত্রপাতি খরিদ করার সামর্থ নেই তারা দারিদ্রের চরম সীমায় উপনীত হবে। কারণ ধনী ও নির্ধনের মধ্যে যে মোকাবেলা হবে তাতে ধনীদের জয় আর নির্ধনদের পরাজয় নিশ্চিত। এ নিশ্চিত অনাসৃষ্টির হাত হতে সমাজকে রক্ষা করতে হলে দেশের সমস্ত অর্থকরী প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা হতে মুক্ত করে ষ্টেটের অধিকরভুক্ত করতে হবে। এতে করে রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষই সমান সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কারও ঘরে ঘি-এর প্রদীপ জলবে আর কেউ রুগ্ন ছেলের শিওরে বসে পরিচর্যার জন্য কেরোসিন তৈলের প্রদীপও জালাতে পারবে না; কেউ কুকুরের জন্য দৈনিক আধ সের করে খাসীর মাংসের ব্যবস্থা করবে আর কেউ শিশু সন্তানদের জন্য ডাল ভাতের ব্যবস্থাও করতে পারবেনা—সমাজতন্ত্রীদের ব্যবস্থায় এ জঘন্য পরিস্থিতির মূলোৎপাটনের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এ "ইজমে" দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সমবায় শক্তিতে ধন-উপার্জনের যেমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, ধনবণ্টনের বেলাতেও তেমনি প্রয়োজনানুসারে বিলিবণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের মতে, সমবায় শক্তিতে উপার্জিত ধনের মালিক রাষ্ট্রকে করতে হবে এবং রাষ্ট্র "আদল"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও নেসাকের সহিত সকলকে তার প্রয়োজনানুসারে অর্থ বরাদ্দ করবে, এ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সমাজে অভাব বলে কোন জিনিষই থাকবে না, সমাজে ছোট বড়, উচ্চ নীচের কোন বালাই থাকবে না এবং গোটা সমাজ স্বর্গরাজ্যের সুখ ভোগ করবে। Ideals বা মতবাদের দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রবাদীরা সকলেই প্রায় একমত হলেও স্বীয় লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তা'তে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে একদলকে বিবর্তনবাদী Evolutionist আর অপর দলকে বিপ্লবী Revolutionist বলা হয়ে থাকে। প্রথমোক্ত দলটী বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কায়েম রেখে উহার মধ্যে অল্পবিস্তর পরিবর্তন সাধন করে সমাজে অর্থনৈতিক সমতা বিধান করতে চান। এঁদের মতে গণতান্ত্রিক দেশের পার্লামেণ্ট ও Constituent assemblyতে অধিক সংখ্যক আসন দখল করে ভোটাধিক্যের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা স্বত্বকে সঙ্কুচিত করতে হবে এবং বড় বড় মিল ও ফ্যাক্টরী গুলোকে জাতীয়করণ করতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ও পর্যায়ক্রমে দেশে অর্থনৈতিক সাম্যবিধান করা সম্ভব হবে।

পক্ষান্তরে, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদী বা কম্যুনিষ্টগণ এ কার্যকরী পন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মতে, গণতন্ত্রের ভূতকে জীবিত রেখে সমাজে অর্থনৈতিক সমতা বিধানের পরিকল্পনা নিশার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা বলেন, যে সমাজ ব্যবস্থা ধনতন্ত্রবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সৃষ্ট হয়েছে তা দিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে কি করে? অতএব সমাজে অর্থনৈতিক সমতা বিধানের জন্য বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে উহারই ধ্বংসস্তূপের উপরে রচনা করতে হবে সাম্যবাদের নূতন সৌধ। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজমের প্রধান নেতা হলেন কার্লমার্কস নামক জনৈক জার্মান ইয়াহুদী। তাই কম্যুনিজম এর উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সর্ব প্রথম কার্লমার্কসের ফিলোসফি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

কার্লমার্কসের থিওরীর গোড়ার কথা হল এই যে, যে কোন সমাজের সুখ সমৃদ্ধি তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠে। আর যত দিন পর্যন্ত সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিনা প্রতিবন্ধকতায় সমাজের প্রয়োজনাদি মিটাতে সক্ষম হয় ততদিন পর্যন্ত উহা অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সমাজের যে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন অর্থনৈতিক কাঠাম দাঁড় করা হয়, সদা-পরিবর্তনশীল জগতে সে অবস্থা খুব বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই পূর্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের প্রয়োজনাদি মিটাতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় পদে পদে। মনে করুন, আমরা যে সমাজে বাস করছি তার অর্থনৈতিক কাঠাম হচ্ছে কৃষি-ভিত্তিক। পঞ্চাশ বছর পর দেশ যখন শিল্পায়িত হয়ে উঠবে তখন বর্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠাম তৈরী করা হয়েছে তা' হয়ে উঠবে অচল এবং তখনকার দিনে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব নূতন প্রয়োজন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তা মিটাতে হবে অক্ষম। কার্লমার্কস একথাও বলেন যে, প্রত্যেক যুগে মানুষ স্বীয় জীবিকার্জনের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করে তার অপরিহার্য ফল স্বরূপ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয় যেমন কেউ কৃষক, কেউ নাপিত, কেউ ধোপা, কেউ ধীবর আর কেউ মিকারী। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট বা রাজনৈতিক দল সমাজের এ সব শ্রেণী-বিভাগকে জিয়িয়ে রাখার জন্য যত্নবান হয়ে থাকেন। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন শ্রেণীতে শ্রেণীতে কোন্দল বেধে উঠা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ' কোন্দলে এক দিকে হয় সমাজের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শ্রেণী আর অপর দিকে হয় দুর্বল ও নিঃসহায়ের দল। যেহেতু পূর্ববর্তী দলটির পক্ষে থাকে গভর্ণমেণ্ট আর আইন কানুনও তৈরী হয় তাদেরই মর্জি মোতাবেক তাই তারা উঠে পড়ে লাগেন শ্রেণী বিভাগকে জিয়িয়ে রাখার প্রচেষ্টায়। পক্ষান্তরে অপর দলটির হাতে ক্ষমতা বা দওলত কিছুই না থাকলেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় তারাই। কার্লমার্কস বলেন, অতি আদিম কালের কথা বাদ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, গোটা পৃথিবীর ইতিহাস সামাজিক শ্রেণী দ্বন্দ্বের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

(চলবে)

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী আন্দোলনের ইতিহাস

অধ্যাপক হাসান আলী এম, এ, এম· এম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রায় ৪ বৎসর কাল তিনি এই প্রচার কার্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং আমীরুল মুমেনীন হজরত সৈয়েদ আহমদ বেরিলভীর শাহাদতের হৃদয় বিদারক সংবাদ —দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে অবস্থান কালেই তিনি শ্রবণ করেন। তাঁহার মত ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষের ব্যক্তিত্বের ফলে তদানীন্তন হায়দরাবাদের শাসনকর্তা ও টুঙ্কর নওয়াব গোপনে অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করিতে থাকেন।

বালাকোটের এই ট্রাজেডির পর জেহাদের আন্দোলন শিথিল হইয়া না যায় তজ্জন্য তিনি তৎপর হইলেন এবং জাতীয় জীবনকে কোরআন ও সুন্নতের স্বর্গীয় ধারায় গড়িয়া তুলিয়া এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিবার আজীবন ব্রত গ্রহণ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে মুক্তি-পাগল এই মহাপুরুষ স্বয়ং বিহার, উড়িষ্যা ও হায়দরাবাদ পর্যটনে নিযুক্ত রহিলেন ও কনিষ্ঠ সহোদর একনিষ্ঠ সাধক গাজী মওলানা এনায়েত আলীকে বাঙলা দেশে প্রেরণ করিলেন। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হননাই বরং দেশের সর্বত্র লোক নিয়োগ করতঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে বাঙলা দেশ পর্যন্ত নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাঙলা দেশের বহু দুর্গম জনপদ ভ্রাতৃযুগলের পদস্পর্শে ধন্য হইয়াছে। মওলানা এনায়েত আলীর প্রচার-কার্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল ২৪ পরগণা জেলার হাকিম-পুর গ্রাম। তথাকার জনাব মুফিজুদ্দিন খান ও জনাব মদন খান ছাহেবানের পল্লীগৃহে তাঁহার পরিবারবর্গ রক্ষা করিয়া তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সফর করিয়া ফিরিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাজশাহী জেলায় প্রচারকার্যে নিযুক্ত থাকা কালে মওলানা বেলায়েত আলী মরহুম রাজশাহীর জেলা মেজিষ্ট্রেট কর্তৃক দুই দুইবার উক্ত জেলা হইতে বহিষ্কৃত হন।

অনন্তর খোদা-প্রেমে নিবেদিত প্রাণ ভ্রাতৃদ্বয় বিশাল ঐশ্বর্যশালী পিতার বিপুল সম্পদের মোহ কাটাইয়া জীবনের তরে সীমান্তের পথে পাড়ি দিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিহার প্রদেশের আরা ও গাজীপুর হইয়া মুজাহেদ বাহিনীর পরিচালন ভার গ্রহণ করে সওয়াত রাজ্যে প্রবেশ করেন। পূর্ব বর্ণিত সৈয়দ মওলানা নাছিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর হজরত মওলানা বিলায়েত আলী আমীর নির্বাচিত হন এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে হাজারা জেলার পূর্ব ও উত্তর অংশে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন করেন। তথা হইতে যখন কাশ্মীর অভিযানে যাত্রা করেন তখন শিখ-রাজ প্রতাপ সিং ডোগড়া ইংরেজদের সহিত সন্ধিসূত্রে তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কাশ্মীরের হবিবুল্লাহ খান গিরিগুহা বাহিয়া সৈন্য বাহিনী সহ ডেরাডুবে নামক স্থানে যখন উপনীত হন তখন ব্রিটিশ কুটনীতিবিদদের চক্রান্তে কাগানীর সৈয়দ-গণ ও স্থানীয় হাজারা জেলার সহকর্মীগণ তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাহাদের এই মুনা-ফেকীর পুরস্কার স্বরূপ তিনি ইংরেজদের হস্তে বন্দী হন এবং সীমান্তের ঘাটী হইতে অপসারিত হইয়া তাঁহার পাটনার সাদেকপুরস্থিত বাসভবনে প্রেরিত হন। কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতৃযুগলকে আবার রাজশাহী জেলায় প্রচার কার্যে লিপ্ত দেখা যায়। কয়েক বৎসর পর পুনরায় যখন হজরত মওলানা সপরিবারে সীমান্তে পৌঁছেন তখন সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর ৬২ বৎসর বয়সে ১৮৫২ সালে সীমান্তে সেতানা নামক ছাউনী হইতে বেহেশ্‌তের নন্দন কাননে যাত্রা করেন।

তাঁহার অন্তর্ধানের পর তদীয় অনুজ মওলানা এনায়েত আলী ১৮৫২ সালে আমীরে জামাআত নির্বাচিত হন। তিনি হজরত সৈয়দ শহীদের সহকর্মী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রচার কার্যে ব্রতী ছিলেন। যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর, রাজশাহী,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মালদহ, বগুড়া ও ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় তাঁহার প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত ছিল। তাঁহারই নেতৃত্বে সীমান্তে আশারা, নারঞ্জি ও মঙ্গল থানায় ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ হয়। ইহার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সীমান্তে মুজাহেদীনদের ক্যাম্পে তিনি এন্তেকাল করেন।

তাঁহার বিয়োগ ঘটিবার পর দুই বৎসর কাল যাবত কাফেলার প্রতিনিধিবৃন্দ নেতৃত্ব দান করিতে থাকেন।

আমীর আবদুল্লা

তৎপর হজরত মওলানা বেলায়েত আলী মরহুমের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা আবদুল্লা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমীর পদে বরিত হন। তিনি একজন দেশ বরেণ্য আলিম ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারই কর্মকুশলতায় জামাতের সাংগঠনিক উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। তিনি ১৮৬১ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ৪১ বৎসর কাল আমীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহিত ইংরেজদের বহু সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে আম্বিলা-রণাঙ্গনের দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ যুদ্ধ তাহাদের জন্য বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই যুদ্ধে তিনি বোনায়ের, সওয়াত ও চামিলা প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য সমূহের সহস্র সহস্র নাগরিকগণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে সমবেত করিয়াছিলেন। ১৮ই অক্টোবর, ১৮৬৩ সালে সমগ্র সীমান্ত জুড়িয়া ব্যাপিয়া এই যুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠে। ইংরেজ পক্ষে জেনারেল নেভিল চেম্বার লেন সেনাপতিত্ব করেন। পাঠানগণ, অহেতুক ভাবে তাহাদের রাজ্য আক্রান্ত হইবার ফলে চারিদিক হইতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই সময় মুজাহিদ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৬০০০০ ষাট হাজারে দাঁড়ায়। আম্বিলার ঘাঁটীতে ব্রিটিশ বাহিনী মুজাহিদ বাহিনীর হস্তে দারুণ নিগৃহীত হয়। প্রায় ৭০০০ সাত হাজার ব্রিটিশ সৈন্য হতাহত হয়। স্বয়ং সেনাপতি চেম্বার লেন গুরুতর আহত হন। সমগ্র পাঞ্জাবের ছাউনী সমূহ হইতে ব্রিটিশ সৈন্য এমনভাবে চুঁকিয়া আনা হইল যে, পাঞ্জাব গভর্ণরের দেহ রক্ষার্থে একটি গার্ড গঠনের জন্য ২৪ জন সৈন্য সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হইয়া উঠেনাই। (The Indian Musalmans, Page 23)। যুদ্ধের ফলাফল যাহা হইবার তাহাই হইল। ব্রিটিশ বাহিনী পরাজয়ের গ্লানি লইয়া পলায়ন করিল। অহেতুক যুদ্ধ বাধাইবার এই ভয়াবহ পরিণাম ফল লইয়া চুম্বনের পর্বত শিরে ভারতের ভাইসরয় লর্ড এলগিন লজ্জায় ও দুঃখে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। আহত সেনাপতি চেম্বারলেন বার বার জরুরী টেলিগ্রাম যোগে সৈন্য সাহায্য চাহিয়া নিরাশ হইয়া গেলেন। অবশেষে যে উপায়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া হইল তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

৮ই নভেম্বর ১৮৬৩ সালে সেনাপতির নিকট পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই মর্মে এক পত্র আসিল যে, "তাঁহাকে যদি আরও ১৬০০ ষোলশত পদাতিক দ্বারা সাহায্য করা যায় তাহাহইলে তিনি মুলুকাস্থিত শত্রুদলের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে নির্ম্মুল করিতে পারেন কিনা? ১২ই নভেম্বর তারিখে উহার জওয়াবে বলা হইল যে "দুই সহস্র উৎকৃষ্ট সৈনিক এবং উপযুক্ত সংখ্যক কামান দ্বারা সাহায্য করিলে শত্রু বাহিনীর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে।" উহার উত্তরে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া বলা হইল যে, "বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত কুটনৈতিক আলাপ আলোচনা দ্বারা উপজাতিদিগকে দল ভাঙ্গা করতঃ অন্ততঃ তাহাদের কিছু সংখ্যক লোককে হস্তগত করা না যাইতেছে ততক্ষণ অগ্রসর হইয়া শুধু লোকক্ষয় ব্যতীত কিছুই লাভ নাই।" (The Indian Musalmans PP 25—26)

ইংরেজদের কুটনীতির ক্রিয়া শুরু হইয়া গেল। সীমান্তে যখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলিতেছে। ঠিক সেই সময় মর্দ্দান জেলার গজন খাঁ নামক একজন বিশ্বাস ঘাতক পাঠান থানেশ্বরের মওলানা জাফর সীমান্তে বিদ্রোহীগণকে অর্থ ও লোক প্রেরণ করতঃ সাহায্য করেন বলিয়া ১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৩ তারিখে কর্ণাল জেলার ডেপুটি কমিশনারকে স্বীয় পদোন্নতির লোভে জানাইয়া দেয়। ইহারই ফলে থানেশ্বরের মওলানা জাফর, পাটনার মওলানা ইয়াহইয়া আলী, মওলানা আহমদুল্লা, মওলানা আবদুর রহীম, বাঙলা দেশের মালদহ-নারায়ণপুর কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক মওলানা আমিরুদ্দীন, আম্বালার হাজী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদ শফী এবং আরও বহু মনীষিবৃন্দ গ্রেফতার হইয়া যান। শেষোক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলের প্রতিই ফাঁসীর হুকুম প্রদত্ত হয় এবং পরে উহা তাঁহাদের আকাঙ্খিত দণ্ড বুঝিতে পারিয়া যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াফত হইয়া যায়। মওলানা ইয়াহইয়া আলী ও মওলানা আহমদুল্লাহ আন্দামানেই এন্তেকাল করেন এবং মওলানা জাফর ও মওলানা আবদুর রহীম ১৮ বৎসর পর ও মওলানা আমিরুদ্দীন ১০ বৎসর পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবনালেখ্য রক্তাক্ষরে লিখিবার মত এক একটি করুণ ও মর্মন্তুদ ইতিহাস।

১৮৬৩ সাল হইতে দীর্ঘ ১০ বৎসর যাবত অবিরাম গতিতে ঐ ধরপাকড়ের হিড়িক চলিতে থাকে। সমগ্র ভারতে হাজার হাজার বোজর্গানে দীন ও বিত্তশালী মুসলিম বৃন্দ শুধু ওহাবী হওয়ার অপরাধে গেফতার হইয়া সরকারের হাতে নিগৃহীত হইতে থাকেন। অবশেষে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রাণপণ চেষ্টায় উহা বন্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ব্যাপী যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ১৮৬৮ সালে শেষ হয়।

সমস্ত জীবন ব্যাপী ইংরেজদের সহিত সংগ্রাম রত থাকিয়া অবশেষে সমর-শিল্পী হজরত আমীর আবদুল্লা ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে প্রাণত্যাগ করেন।

অতঃপর তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা আবদুল করিম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহারই সাধনায় বোনায়ের রাজ্যের অধীন বরেঙ্গু নদীর তীরে আস্‌মাস নামক স্থানে মুজাহিদ দলের আর একটি ছাউনী স্থাপিত হয়। তিনিও যখন অনন্তের যাত্রী হইলেন তখন তাঁহার পৌত্র মওলানা নেয়ামতুল্লাকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমীরে জামাআত নির্বাচন করা হয়।

ইঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুজাহিদ বাহিনীর সীমান্ত রেখা বোনায়ের রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওয়াজিরিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইঁহার নেতৃত্বে বীর মুজাহেদীন দল আফগানিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে এসলামী জোস প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবার উপযুক্ত স্থান ইহা নহে।

১৯২২ সালে আমীর নেয়ামতুল্লা কোন পাষণ্ডের হস্তে নিহত হন। জামাআতের নেতৃবৃন্দ তখন সমবেত ভাবে আমীর আবদুল্লা মরহুমের অপর পৌত্র মওলানা রহমতুল্লাকে আমীর নির্বাচন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লামে একত্ববাদ

মোঃ হাবিবুর রহমান বি, এ, (অনার্স) এম, এ

এই বৈচিত্রময় অনন্ত বিশ্ব বিচিত্র রূপে-রসে-বর্ণে গন্ধে রঞ্জিত ধারায় আপনার রথ চক্রের উপর অনন্ত কাল ধরিয়া বিরাজ করিতেছে। সে প্রবাহ মহাকালের অনন্ত গহ্বরে, অতল সাগরে নিমজ্জিত হইতেছে আবার কালচক্রের নব প্রবাহে ঝর্ণা ধারায় সৃষ্টিকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া বর্ষা ধারায় খরতর বেগে নব কল্লোলে সঞ্চালিত হইতেছে। কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত গিরি-গুহা, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সে সৃষ্টি-সচল-প্রবাহে নিত্য ভাঙ্গা গড়ার সৃষ্টি করিতেছে। ইহার মধ্যে একটা অনন্ত শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তির কাজ করিতেছে। সে বিদ্যুৎ-শক্তি সমস্ত সৃষ্টিকে,—নিখিল বিশ্বকে একসূত্রে, এক গ্রন্থিতে সন্নিবেশিত করিয়া উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। তাই এই নিখিল বিশ্বের ভাঙাগড়ার হরণ পূরণের মধ্যে ছন্দে ছন্দে, পলকে পলকে একটা অনন্ত শক্তির অবিরাম-স্পন্দন ধ্বনিয়া উঠিতেছে। গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ইহাদের মধ্যে যে শক্তি প্রবাহিত হইতেছে তাহা নিখিল বিশ্বের অচেতন, সচেতন, জড় অজড় সমস্ত বস্তুর মধ্যেও প্রবাহিত হইতেছে। এইখানেই বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা চরম ঐক্য-সূত্র বিদ্যমান। সূর্যের বিশ্বদাহী রশ্মি প্রতিদিন নিয়মিত পৃথিবীর বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া সৃষ্টিকে রশ্মিময় করিয়া তুলিতেছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধ কৌমুদী প্রতিদিন নিয়মিত-ভাবে পৃথিবীর বক্ষের উপর তাহার স্নিগ্ধ শীতল প্রভা দান করিয়া পৃথিবীর বক্ষ স্নিগ্ধ-শীতল করিয়া তুলিতেছে। নক্ষত্রের গূঢ় অব্যক্ত কিরণে প্রতিদিন যে আকাশের গাম্ভীর্য প্রকাশ পাইতেছে তাহা বিশ্ববাসীকে আনন্দমুখর করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর আপন মরু রেখার উপর প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টায় ঘুরিয়া আসিয়া আহ্নিক গতির সৃষ্টি করিতেছে। আবার প্রতি বৎসর একবার আপনার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করিয়া নিয়মিতভাবে বার্ষিক গতির সৃষ্টি করিতেছে। নদ-নদী পাহাড় উপত্যকা হইতে উৎপন্ন হইয়া নিয়মিত স্রোতের বেগে বিশাল সমুদ্রে মিশিয়া প্রশান্তি লাভ করিতেছে। এই যে সৃষ্টির গতি চক্র ইহার মধ্যে একটা চরম ঐক্যসূত্র সৃষ্টিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং প্রকৃতির আপন সত্তাতেই মিশিয়া বিশ্ব অনন্ত শক্তিতে—আণবিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া একটা চরম শান্তি, ঔদার্য ও গাম্ভীর্য প্রকাশ করিতেছে।

এই ঐক্যসূত্র যে শুধু সৃষ্টি-ক্রিয়ার মধ্যেই বিরাজ করিতেছে তাহা নহে, ইহা প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীর কোন ক্ষুদ্র কণা, অনুপরমাণু বা শস্যাদি সৃষ্টি হইতে পারিত না যদি পৃথিবীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমস্ত শক্তি সামগ্রিক ভাবে একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাহায্য না করিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটা সামান্য শস্যকণা যদি অঙ্কুরিত হয় তবে সেখানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির কেন্দ্রীভূত এক শক্তির প্রয়োজন। যথা পরিমাণ মত বৃষ্টি, পরিমাণ মত সূর্যতাপ, পরিমাণ মত মাটির উর্বরতা ইত্যাদি এই সমস্ত পৃথক পৃথক উপাদান একত্রিত হইয়া একটা রাসায়নিক শক্তির সৃষ্টি করে যাহার ফলে বীজ তাহার খোলস ফাটাইয়া আপনিই অঙ্কুর হইয়া বাহিরে আসে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যে আণবিক-শক্তির বিরাট এবং ব্যাপক বিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহা এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির মূলীভূত ও কেন্দ্রীভূত শক্তির রূপ। তাই বর্তমান বিজ্ঞানও এই একত্ববোধ ও ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইসলামের তৌহিদেরই সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। যাহা ইসলাম যুগ যুগ ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছে বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও তাহার এক তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম হইতেছে না।

যে নিয়মে মালীর তৈয়ারী করা গাছে ফুল ধরে, ফল হয়, সেই একই নিয়মে দুর্গম জঙ্গলের গাছের শাখায় শাখায় ফুল ধরে, ফল হয়। এই নিয়মতন্ত্রের কোথাও কোনখানে ব্যতিক্রম নাই। "আশরাফুল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মখ্‌লুকাত" যে মানুষ তাহার দেহের রক্তসঞ্চালন এবং দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপের প্রক্রিয়াও একই ধারায় নিয়মিত ভাবে কার্য করিতেছে। মানুষ নিজের ব্যক্তিগত জীবনে স্বতন্ত্রমুখী মতবাদের সৃষ্টি করিলেও বৃহত্তর উন্নতি কল্পে প্রত্যেকেই একতাবদ্ধ হইয়া একই উদ্দেশ্য লইয়া রাষ্ট্রসৃষ্টির এবং সমাজ সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইতেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে সেই শক্তিরই অভিব্যক্তি। এই বিশ্ব-প্রকৃতি চরম নির্বাকভাবে পরম এককেই বন্দনা করিতেছে এবং তাহার সমস্ত শক্তি বিশ্বের অচেতন সচেতন সমস্ত সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনন্ত ফল্গু ধারার মত প্রবাহিত হইয়া এক ঐক্যতন্ত্র মধুর মন্ত্রে ধ্বনিত হইতেছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে এই যে যোগ ইহা ক্রমে ক্রমে একই শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া একই মহাশক্তির বন্দনা করিতেছে। প্রকৃতির সমস্ত বস্তু বৃহত্তর মূলীভূত বস্তুর সঙ্গে নিজেকে মিশ্রিত করিয়া আপন শক্তি লাভ করিতেছে। এমনিভাবে মিশ্রণের পর মিশ্রণের শক্তি একতাবদ্ধ হইয়া চরম ঐক্যের সাধনায় মহান একের বন্দনায় চরম শান্তি লাভ করিতেছে।

এই যে মূলীভূত বস্তুর সামগ্রিকভাবে একের বন্দনা ইহা ইসলামের বৈশিষ্ট্যের মূল মন্ত্র—তৌহিদের অমর বাণী। তাই ইসলাম শুধু ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই শান্তির ও ঐক্যের বাণী পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্রে অনুকম্পিত হইতেছে। কালশূন্য মহাকালের অনন্ত স্রোত ধারায় তাই ইসলামের তৌহিদের বাণী অহরহ ধ্বনিত হইতেছে। প্রতি ফুলে, ফলে, তাই লিখিত আছে "বিস্‌মিল্লাহির্‌রহমানের্‌রাহিম"। সেই এককেই বন্দনা করে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ। এই একের বন্দনায় বিশ্বের মুক্তি ও বিকাশের চরম এবং পরম পন্থা। ইহা বিশ্বকে তাল, লয়, ঐক্য সমন্বয়ে ক্রমান্বয়ে শান্তির পথে লইয়া যাইতেছে। সেখানে ইসলাম এক তৌহিদের বন্দনায় আপনার রসে আপনিই রঞ্জিত। এখানে কোন দ্বিত্ব নাই। আল্লার বন্দনায় বিশ্বের মূলীভূত সমস্ত বস্তু ইসলামের ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। কারণ বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে যে বাষ্টি আছে তাহা সমষ্টিগতভাবে বন্দনারত হইয়া নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া পরম মোক্ষলাভ করিতেছে এবং সৃষ্টিকে ভারমুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সব ধর্মই ইসলামের একত্ববাদের কাছে হার মানিয়াছে। প্রাগঐতিহাসিক যুগের লোকেরা একটা কেন্দ্রীয় মহাশক্তিকে বিশ্বাস করিত। কিন্তু এক আল্লাকে বিশ্বাস করিত না। প্রাচীন ঋগ্‌বেদে দেখিতে পাই হিন্দুদের অসংখ্য দেবতা, যেমন সূর্য দেবতা, জল দেবতা, পবন দেবতা ইত্যাদি আরো শত শত দেবতার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পরবর্তীকালে ত্রিদেবতার বিকাশ দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি-প্রলয়ের মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইত্যাদি বহুবচন সূচক দেবতাগণ আছেন তাহাতে এক কেন্দ্রীভূত শক্তির বিকাশ নাই। তাহা সৃষ্টির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাই দেখা যায় হিন্দু ধর্মের অসংখ্য দেবতত্ত্ববাদ এবং বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ ইত্যাদি সবই ইসলামের নিকট মস্তক নত করিয়াছে। তাই সমস্ত বিশ্ব সেই একের উপাসনায় মশগুল এবং সেই এক মহাশক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তিচক্রে আবর্তিত, বিবর্তিত ও সংবর্তিত হইতেছে। তাই ইসলাম এক বিশ্ব ধর্ম। সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণু তাই ইসলামের একত্ববাদের ছায়াতলে চির আশ্রয়শীল।

এই বিশ্ব-সৃষ্টির নিয়মতান্ত্রিক এবং সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির গঠনতান্ত্রিক আলোচনা করিলেও আমরা সেখানে দেখিতে পাই একটা কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন। তাহা না হইয়া যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তি দিয়া সৃষ্টি হইত তবে সৃষ্টিকর্তাদের লইয়া গোলমালের সৃষ্টি হইত। তাই এই পরম কেন্দ্রীভূত শক্তির কাছে—ইসলামের এই একত্ববাদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম মস্তক অবনত করিয়াছে। এক ইসলাম ভিন্ন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মই একত্ববাদকে কার্যতঃ অস্বীকার করে। তাই সমস্ত ধর্মের মূলে কেন্দ্রীভূত শক্তির অভাব। কিন্তু ইসলামের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধারায় এই কেন্দ্রীভূত শক্তি চির দেদীপ্যমান। তাই ইসলাম পৃথিবীর আদিম অবস্থা হইতে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্তও চির উজ্জ্বলভাবে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র যে কলেমা তাহা সেই এককেই কেন্দ্র করিয়া ধরণীর ধূলিতে প্রতি কণায় কণায় স্বমহিমা প্রকাশ করিতেছে। "এক আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই"—এই বীজমন্ত্র সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্রে অবিরত সঞ্চালিত হইয়া অনন্তকালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। এখানে কোন পীর, আওলিয়া দরবেশ নাই—সেই এককেই বন্দনা করে "যাঁহার কোন অংশ নাই"। সূর্যের বিশ্বদাহী রশ্মি, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কৌমুদী, নক্ষত্রের গুঢ় অব্যক্ত কিরণ, মুকুলের ম্লান দৈন্যের নীরব গাম্ভীর্য সেই একই পরম শক্তির কাছে আত্ম নিবেদন করিতেছে। তাই সমস্ত মুসলমান একতাবদ্ধ হইয়া সেই চরম এবং পরম কাম্য এক আল্লার বন্দনায় সেজ্‌দা করিতেছে। যখন আযানের ধ্বনি ওঠে তখন সমস্ত মুসলমানের প্রাণের পরতে পরতে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত এক জাগরণের বাণী বিশ্বকে জাগ্রত করিয়া তোলে এবং বিরাটের বন্দনায় সৃষ্টির অণুপরমাণু গুলিও মস্তক অবনত করিয়া সেজ্‌দা করে। যখন কোন মুসলমান "আস্‌সালামু আলায়কুম" উচ্চারণ করে তখন যেন পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরম আত্মীয়তার এক বাণী পৌঁছাইয়া দেয়, তখন বিশ্বকে আর পর বলিয়া মনে হয়না। তখন বিশ্ব যেন সামগ্রিকভাবে এক আমিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর মুসলমানেরা একত্রিত হইয়া হজ্‌ করে, জাকাত দেয়, রোজা রাখে; ইহা সমস্ত মুসলমান গোষ্ঠিকে একত্রিত করিয়া ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। প্রত্যেক মুসলমান এক নবীর ও এক কোরআনের বাণীতে বিশ্বাসী। এখানে কোন রাজা প্রজার ভেদ নাই, ধনী দরিদ্রের ভেদ নাই বর্ণ গোত্রের ভেদ নাই। সবাই একই কামনা লইয়া একের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

www.ahlehadeethbd.org

আবাহন

খদিজা খাতুন

কোথা হতে ওই শোনা যায় ধ্বনি ?
মনোহর রব কর্ণ পেতে শুনি
স্বরগ দূতের স্বরের লহরী,
লইতেছে মম মনঃপ্রাণ হরি,
দূরে কেন কাছে এসরে।

নিবিড় রজনী গহন কাননে,
বিটপীর শিরে উন্নত আসনে,
গায়কের রাজা গায়িকার রাণী,
বিভূনাম গেয়ে কাঁপায় মেদিনী,
উন্মত্ত হইয়া আসরে,,

দুটীই গাহিছে সমান মধুরে,
দুটীই সমান জাগায় জাতিরে,
জানাইয়া দেয় নিশি অবসান,
মজ বিভু নামে জুড়াইবে প্রাণ,
জড়তা ভীরুতা নাশরে।

ধন্য বিহঙ্গম ধন্য বিহঙ্গিণী,
কোথায় পেয়েছ পূত কুল্ হু ধ্বনি—
গাহ একবার শত প্রাণে শুনি,
আউলিয়া, আবদাল, যোগী, ঋষি, মুণি,
যে শোনে সে নাহি পাসরে,

স্বজাতি বিজাতি সবারে জাগাও,
কুল্ হু আল্লাহো বলে কূহক লাগাও,
অন্ধ কারিতার আতঙ্ক ভাগাও,
জ্বলন্ত প্রাণের অনল নিভাও,
প্রভাত আভাষ ভাসরে

বুঝুক সকলে নিশা অবসান—,
মলয় বাতাসে জুড়াক পরাণ,
তোমাদের গানে প্রতিবেশীগণ—,
করে দেক স্বীয় তান সংযোজন,
হ'ক কোলাহল দেশেরে,

নিদ্রা তেয়াগিলা কোকিল—কোকিলা,
ঘুমন্ত জগতে জাগাতে লাগিলা,
মানব মানবী নিদ্রিত রহিলা—
ইহারা কি জীব না জড় না শিলা !
অভিনব নর বেশেরে।

শুধু নহে এরা মানব সন্তান,
জাতিসংঘ শেরা নাম "মুসলমান,"
সলজ্জায় করি পরিচয় দান—,
ঘৃণিত, লাঞ্ছিত আর হতমান,
নিন্দিত, হীনতা দোষেরে—,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধুর সন্তান ধার্মিকের জাতি,
যাপিছে উল্লাসে দিবা আর রাতি,
ধরম করমে নাহি আর মতি,
কেবল কুমতি কেবলি দুর্মতি
না ভাবে কি হবে শেষেরে,

শয়তান এদেরে জব্দ করিয়াছে,
ইবলীসের ফাঁসে কণ্ঠ ফাসিয়াছে,
দানব, পিশাচ, হার মানিয়াছে,
লজ্জা, ঘৃণা সব মুছিয়া গিয়াছে
বল বুদ্ধি গেছে মিশেরে,

পশু, পক্ষী করে খোদার জিকির,
রংগ তামাসায় ইহারা অধীর,
মাতিয়াছে দুষ্ট আমোদ প্রমোদে,
নৃত্য, গীত, বেশ্যা, গাঁজা আর মদে,
পরলোক প্রীতি পাসরি,

এই ধরা ধাম, নহে চিরস্থায়ী,
অন্তিমে সবাই হবে গোরশায়ী,
হাশরেতে আছে খোদার বিচার,
বল দেখি আহা সেদিন তোমার
কে হবে দোসর দোসরী ?

নহে বিশ্ব ধাম কারো চিরস্থান,
একদিন হবে করিতে প্রস্থান,,
অসারের প্রেম ত্যাজহ সত্বর,
সার প্রেমে হও পূর্ণ কলেবর,
ধন্য হও ধর্ম আভরি।

পবিত্র ইস্‌লাম ধরমের রাজা,
উড়াইয়া দাও ইস্‌লামের ধ্বজা,
উন্নতির মূল আছে এই খানে,
মনে পাবে সুখ শান্তি হবে প্রাণে,
লইবে রহমত আবরি ॥

পাকিস্‌তানেতে শান্তির সোপান,
ঈমান, ধরম পূর্ণ যেই স্থান,
জয় ডংকা সেথা বাজিবে সতত,
বিজয় পতাকা উড়িবে আলবত,
আল্লার রহম উতারি ॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর্দা

এস, এ, জাব্বার

পর্দ নারীর মর্য্যাদা ও শ্রী বৃদ্ধিকরে। লজ্জা নারীর অমূল্য সম্পদ। লজ্জাবতী ললনা স্বামীর নিকট নিত্যই নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তেমন নারী সুন্দরী না হইলেও তৎপ্রতি তদীয় স্বামীর প্রেমাসক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বামী-প্রণয়ে রমণী হৃদয়ও উদ্বেলিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। ফলে তাহাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের এক অভূতপূর্ব মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পুরুষ পুরুষ-সুলভ গুণাবলির অভাবে যেমন রমণী হৃদয় জয় করিতে পারেনা, তেমনি নারী নারী-সুলভ গুণাবলির অভাবে পতির চিত্ত-বিনোদন করিতে অক্ষমা। নারীত্বই নারীর পরম ও চরম সম্পদ। অন্যথায় সে নরও নয়, নারীও নয়। তেমন নারী সমাজে একটী অবাঞ্ছনীয় পদার্থ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

অতীতের অনেক স্বনাম-ধন্যা রমণীর গৌরব-গাথা আজও সমাজে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের গুণাবলির মধ্যে লজ্জা ও পর্দাই ছিল সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য গুণ। তাই তাঁহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্বামীর নিকট নব বধুই থাকিয়া যান। প্রেম বিনিময়ের সাধ না মিটিতেই যেন তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যান। প্রেমিকার প্রতি প্রেম নিবেদনের সাধ কখনও কাহারও মিটেনা, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহাদের বিরহে স্বামীদের হৃদয় যেন দুঃসহ অনল জ্বালায় দগ্ধিভূত হয়। দ্বিতীয়ত: ব্যভিচার রহিত করার পক্ষে অন্তরাল একটী বিশেষ উপকরণ। নর ও নারীর পরস্পরের প্রতি আসক্তি প্রকৃতিগত বিধায় একে অন্যের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যুবক ও যুবতীর মধ্যে যৌন-ক্ষুধা বর্ত্তমান থাকিলেও উহা সাধারণতঃ লুপ্ত অবস্থাতেই থাকে, তবে উভয় শ্রেণীর পরস্পরে দর্শন, পরস্পরের কথা শ্রবণ ও স্পর্শে উহা মাথা চাড়া দিয়া উঠে। কাজেই বয়:প্রাপ্ত বালক বালিকার অবাধ মিলামিশা বা সাক্ষাৎ ব্যভিচারের স্বপক্ষে একটী উল্লেখ যোগ্য অধ্যায় রচনা করিয়া আসিতেছে। পরদ্রব্য লোভনীয়। দূরের বস্তু অধিকতর প্রিয়। তাইই ছন্দের মাধ্যমে কবি বলিয়াছেন:—"যাহা নাই তাহা পাইনা, যাহা পাই তাহ ভুল করে চাই"। এই প্রবৃত্তিটি মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ। পর্দাহীনতার সুযোগে স্বপতি বা স্বপত্নীর মূল্য পরপতি বা পর-পত্নীর সহিত আপেক্ষিক তুলনায় অনেক হ্রাস পাইয়াও থাকিতে পারে যাহা দম্পতি যুগলের পক্ষে অকল্যাণকর। কিন্তু পর্দা শরীয়তের অপরিহার্য্য বিধান। ইহার অন্তরালে আরও গুরুত্বপূর্ণ রহস্য রহিয়াছে। পর্দা উপেক্ষা করা কেবল পাপই নয়, বরং শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণও বটে।

হেলেনের রূপলাবণ্য কক্ষচ্যুত না হইলে ট্রয়রাজ্য ধ্বংসে পরিণত হইত না। লেডী ছিমছন অন্তপুর বাসিনী হইলে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড তদীয় বিশাল রাজ্য হারাইতেন না। পর্দাহীনতার বদৌলতে কত কুমারীই যে কৌমার্য্য নষ্ট করিয়াছে এবং কত স্বামীই যে ব্যভিচারী আততায়ীর হস্তে নৃসংশ ভাবে নিহত হইয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে?

পুরাকালে অন্তঃপুরবাসিনী লজ্জাবতী ললনাদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যা খ্যাতিতে আখ্যায়িত করতঃ গৌরবান্বিত করা হইত। নারী-জাতির গুণাবলীর মধ্যে ইহাই ছিল মহত্তর। বেহেশতের রমণীগণও পর্দানশীন। স্বামিগণ ব্যতিরেকে অন্য কোন জীন বা মানব তাঁহাদিগকে দর্শন বা স্পর্শ করিবে না।

বিদুষী আদর্শা রমণী জান্নাতবাসিনী মোমেন সম্প্রদায়ের মাতা—দয়ার নবীর প্রিয়তমা পত্নী বিবি আয়েশা (রা:) এর পবিত্র নাম বিশ্বের মুছলিম জাহানের প্রতিটি মানবের অন্তর-পটে আজ দীপ্যমান। তিনি হাদীছ বর্ণনায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম এবং সমষ্টিগত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানব সমাজে শ্রদ্ধেয়া হইয়াছেন। তিনিও পর্দানশীন ছিলেন।

আপাততঃ মধুর পরিবেশের কবল হইতে মুক্ত হইয়া ধৈর্য সহকারে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কষ্টকর হইলেও উহার পরিণাম যে খুবই মধুর ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

স্থূল দৃষ্টিতে অনুমিত হইতে পারে যে, কেবল মেয়েদের জন্যই বুঝি ধবনিকার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। নর ও নারী উভয়ের জন্যই অন্তরালের প্রয়োজন। পুরুষ ও মেয়ে পরস্পর হইতে পর্দা করিবে, ইহাই নীতি। মেয়ে মহল অন্তঃপুরে এবং পুরুষ মহল বাহিরে। একের পক্ষে অন্যের মহলে অজ্ঞাত বা নীতি বহির্ভূত প্রবেশ দোষনীয়।

শুধু মানবের মধ্যেই কেন, অন্যান্য সৃষ্টি জগতের মধ্যেও এবম্বিধ শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে। আবাহমানকাল হইতেই একই নভোমণ্ডলে অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ স্ব স্ব কক্ষপথে আবর্তন করিয়া আসিতেছে। উহাদের কোনটাই কক্ষচ্যুত হয়না। একই আকাশে চন্দ্র সূর্য দুইই শোভা পাইতেছে। তাহাদের প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক কক্ষপথে পর্যটন করিয়া আসিতেছে। (চন্দ্র ও সূর্যের বিরাম শূন্য গতির ব্যাপারে কোরআন দ্রষ্টব্য) ভিন্ন কক্ষপথ ও ভিন্ন কর্তব্য হওয়া সত্ত্বেও উভয়েই সমান মূল্য বহন করে। উহারা কক্ষচ্যুত হইলে হইলে কিম্বা উভয়টী একই কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিলে হয়ত ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে প্রলয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইত।

তদনুরূপ নর ও নারী স্ব স্ব গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া স্ব স্ব কর্তব্য পরিচালনা করিলে কাহারও চরম উন্নতির পথে কোনই বাধা বিপত্তির কারণ থাকিতে পারেনা। তবে মেয়েরাই সমধিক কক্ষচ্যুত হয় বলিয়া পর্দাটা যেন মেয়েদের জন্যই নির্দ্ধারিত—এইরূপ প্রতীয়মান হওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্থলযান কিম্বা জল যানে ভ্রমণ কালে প্রায়ই দেখা যায় যে, মেয়েদের প্রকোষ্ঠ পৃথক থাকা সত্ত্বেও পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া থাকে। মেয়েদের প্রকোষ্ঠে কিন্তু পুরুষের প্রবেশ অতি বিরল।

কেহ বা মনে করিতে পারে যে, মেয়েরা পুরুষের লোভনীয় সামগ্রী। পুরুষগণও তেমনি মেয়েদের লোভনীয় সামগ্রী বটে। শ্রেণী দ্বয়ের পরস্পরের প্রতি এইরূপ অনুরাগ পরম সুখেরই বিষয়। এই স্বয়ংক্রিয় অনুরাগটিকে সুষ্ঠু পথে সুনিয়ন্ত্রিত করতঃ আবিলতা হইতে উহাকে মুক্ত রাখাই মানবতার দাবী। এইরূপ অনুরাগ বা আসক্তি প্রতিটি জীবের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তবে মানব ব্যতীত অন্য কোন জীবের পক্ষেই উহাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন নাই। ন্যায় অন্যায়ের সংঘর্ষে তাহাদের মস্তিষ্কে আলোড়নের উৎপত্তি হয় না। ধৈর্যের দারুণ চাপে তাহাদের হৃদয়রাজ্যকে অধীর হইতে হয় না। কেবল মানবকেই এত সব ভার বহিতে হয়। একথাও ভুলবার নয় যে, ভুবন ও গগন জুড়িয়া যত সৃষ্টি রহিয়াছে সকলি যখন মানবের প্রতি মহা প্রভুর করুণার দান এবং তদপেক্ষা আরও অধিক, আরও উত্তম চিরস্থায়ী দানসমূহ পরকালে যাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের যোগ্যতার যাচাই কষ্টি পাথরের পূর্ণ পরীক্ষা বং হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

পর্দা রক্ষার্থে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন :—

يا ايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوتا
غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على
اهلها ـ

অর্থ :—হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ বাসগৃহ ব্যতিরেকে অন্যের গৃহে প্রবেশ করিও না—যে পর্যন্ত গৃহ স্বামীর অনুমতি না পাও এবং তাহাকে ছালাম না কর।

(কোরআন ১৮ পারা : ৯ রুকু)

আল্লাহ আরও বলেন :—

يا ايها النبى قل لازواجك وبنتك
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ـ

অর্থ :—হে নবী, আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং এবং মোমেনদের স্ত্রীগণকে বলিয়া দিন, যেন তাঁহারা তাঁহাদের উপর চাদরের কতকাংশ ঝুলাইয়া রাখেন।

(কোরআন ২২ পারা : ৫ রুকু)

মেয়েদের মুখমণ্ডল, হাতের কব্জার বহির্ভাগ এবং

www.ahlehadeethbd.org

পায়ের গোড়ালীর নিম্নভাগ ব্যতিরেকে[১] বাকি সর্বাঙ্গ সর্বদাই হেরেম বা অন্তঃপুরেও ঢাকিয়া রাখা ফরজ। অন্তঃপুরকে অবরোধ বলিলে ভুল হইবে। উহাও নারী সুলভ স্বাধীনতা উপভোগের প্রশস্ত স্থল।

উহাতে তাহারা যেরূপ নির্বিঘ্নে আরাম ও সুখ শান্তি অনুভব করিতে পারে, বাহিরে তাহাদের জন্য তদনুরূপ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হইতেই পারে না।

প্রয়োজন বশতঃ নারিগণ বোর্কা, শাড়ী বা চাদর দ্বারা ভাল ভাবে আবৃত্ত হইয়া বহির্জগতেও পর্দা রক্ষা করিয়া যাতায়াত করিতে পারে। তবে পুরুষের ন্যায় বহির্জগতে তাহাদের কর্ম বা বসবাসের স্থল করিয়া লওয়া ভয়ঙ্কর মারাত্মক।

সরকারী এবং বেসরকারী কর্ম ক্ষেত্রসমুহে কার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকদের নিযুক্তির পরেও যখন সর্বদাই বহু সংখ্যক পুরুষ বেকার সমস্যায় জড়িত হইয়া থাকে, তখন যে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ স্বভাবতই যাহারা ওজর বিশিষ্টা এবং দেহাবয়বের দিক দিয়া শ্রমসাধ্য বা বাহিরের কাজের জন্য যথাযোগ্যা নহে তাহাদিগকে পল্লী উন্নয়ন অফিস, কারখানা এবং সামরিক বিভাগ সমূহে টানিয়া আনার প্রশ্নই বা উত্থাপিত হইবে কেন?

মেয়েদের বুদ্ধি তত পরিপক্ক নয় বলিয়াই তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট রক্ষা করতঃ তাহাদের অমূল্য নারী-সুলভ গৌরব ও সেমল সুখ শান্তির প্রয়াসী পর্যন্ত হইতেছে না। আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে শিক্ষিতা মেয়েরা প্রায়ই পর পুরুষের সৌহার্দ কামনা করিয়া থাকে এবং বিনিময়ে তাহাদের হাতের পুতুল হইয়া থাকিতেও দ্বিধা বোধ করেনা। মুষ্টিমেয় কয়েকটি মেয়ের খামখেয়ালীর জন্য কেবল তাহাদের কেন গোটা সমাজটারই সৌরভ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। তাহাদিগকে বুদ্ধিতে অপরিপক্ক বলায় হয়ত বা কাহারও মনে দুঃখ হইতে পারে। ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, তাহাদের এবম্বিধ কার্যকলাপের মধ্যে বস্তুতই কোন বুদ্ধি-মত্তা রহিয়াছে কি না? কোন স্বামীই ত তদীয় পত্নীকে কায়ক্লেশে বা কোনও পুরুষ মহলের অনুকম্পার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করিতে বাধ্য করেনা। তবে কেন তাহারা তাহাদের অমূল্য নারীত্ব, সতীত্ব এবং গৌরব এমনি ভাবে ঘায়েল করতঃ নিজের জীবনটাকে সর্বনাশের শেষ সীমায় ঠেলিয়া দিতেছে? বেপর্দার সুযোগেই হালকা বুদ্ধি মেয়েরা অপরিণামদর্শী পুরুষের যৌনজালে আবদ্ধ হইয়া কখনও কখনও সতীত্ব বা কৌমার্য নষ্ট করিয়া ফেলে এবং জারজ সন্তান প্রসব করতঃ অপমানিতা হইয়া থাকে। কেহ বা মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য গর্ভ-পাত করিয়া সন্তান-হন্তা খ্যাতি স্বীয় আমল নামায় লিখাইয়া লয়। এই রূপে সন্তান হত্যার বিনিময় যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা যদি এই নিষ্ঠুরা পাপিষ্ঠাগণ জানিত তাহা হইলে অবশ্যই গর্ভপাত অপেক্ষা জারজ সন্তান প্রসব জনিত অপমানকেই তাহারা কল্যাণকর মনে করিত।

স্বয়ং আল্লাহ্ ঘোষণা করিয়াছেন:—

واذا الموؤدة سئلت باى ذنب قتلت ؟

গায়ের মুহার্‌রম আত্মীয় ও চাকর বাকরের উপদ্রব থাকিলে অন্তঃপুরেও পর্দার ব্যাঘাত ও ব্যভিচার সংঘটিত হইতে পারে। কাজেই এহেন দুর্নীতি নিরোধ কল্পে গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য কর্তব্য এবং যথা সময়ে সন্তানাদির বিবাহের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

পর্দা আল্লাহর বিধান। কাজেই পর্দা বিরোধী সংগ্রাম আল্লাহ বিরোধী সংগ্রাম নয় কি? যাহারা পরম দয়াময় কৃপানিধান আল্লাহর বিধানে অমঙ্গল দেখিয়া থাকে তাহাদের প্রতি তদনুরূপ প্রতিক্রিয়াই বিধিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। নিজেকে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করতঃ ইসলামের সহিত সংশ্রব না রাখা মুনাফেকী নয় কি? বিশ্ব মানব এখনও ভ্রান্তির কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করুক। আজও তাহাদের জন্য মুক্তি পথের দ্বার রুদ্ধ হয়নাই।

১। নারীদের পর্দা সম্বন্ধে "মুখ মণ্ডল, হাতের কব্জা আর পায়ের গোড়ালীর নিম্নভাগ"—এ' অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির exception বা বর্জ্জনের কথা কুরআনের কোন আয়াত বা রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তা' আমরা অবগত নই। অবশ্য ফেকাহর কিতাবে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, মুখ মণ্ডলই ত' রূপ লাবণ্যের মাপ কাঠি। তাই যদি খোলা থাকল তবে হাত পা ঢেকে লাভ কি?—সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম ও গ্রন্থগার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল ঃ **এস, বেলায়েত হুসেন,** বি, এ, ডি, এল এস, ডিরেক্টর অব লাইব্রেরীজ, গভর্ণমেণ্ট অব পাকিস্তান, করাচী

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মদ আবদুর রহমান** বি, এ, বি, টি

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ—

স্মরণাতীত কাল থেকে লাইব্রেরী স্থাপনার ৩টি উদ্দেশ্য ও লক্ষ পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এগুলি হচ্ছে ঃ পাঠের উপযোগী গ্রন্থ সমূহের

১। সংগ্রহ

২। ব্যবস্থাপনা ও

৩। বিতরণ।

পঠনীয় বিষয় সমূহের ব্যবস্থাপনা এই তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে সর্বোৎকৃষ্ট সংগ্রহও পাঠকদের নিকট সহজে পৌঁছতে পারেনা। ব্যবস্থাপনার মূলগত কাজ হল পুস্তকসমূহের শ্রেণীবিভাগ এবং তালিকা প্রণয়ন। শ্রেণীবিভাগের অর্থ হচ্ছে পাঠক ও গবেষকগণের পুস্তক অনুসন্ধান কার্যকে সহজতর করে তোলার জন্য বিষয়ানুসারে গ্রন্থ বিভাগ। গ্রন্থের লেখক, আলোচ্য বিষয় এবং শিরোনামা অনুসারে বিভিন্ন লিষ্ট প্রস্তুত করলে, তবেই তালিকা প্রণয়নের কাজ সুসম্পুর্ণ হতে পারে।

প্রাচীন লাইব্রেরীসমূহ

ইতিহাস পাঠে আমরা দুটো সর্ব প্রাচীন লাইব্রেরীর সন্ধান পাই। এর প্রথমটি ছিল নাইনেভায়। আশুরবানিপাল এটি খৃষ্ট পূর্ব ৭০০ অব্দে স্থাপন করেন। মাটির ফলকে লিখিত গ্রন্থ নিয়ে গঠিত হয়েছিল এ লাইব্রেরী। দ্বিতীয়টি টলেমী কর্তৃক খৃষ্ট পূর্ব ২৮৩ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকের মত সেই প্রাচীন যুগেও বিষয়ানুসার পঠনীয় বস্তুর শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল।

ইসলামের অভ্যুদয়

উক্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রায় ১ হাজার বছর পর দুনিয়ার বুকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ইসলামের সূচনাতেই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। কারণ, ইসলামের ধর্মগ্রন্থ 'কোরআন' ইসলামের ভিত্তি ভূমি। মুসলমানদের জীবনে এ গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। স্বয়ং 'কেতাবেই' (আল কোরআন) চিন্তা চর্চার বিষয় ও উহার নিয়মের কথা নির্দেশিত হয়েছে।

সর্ব প্রথম 'কেতাব' এর ভাষ্য স্বরূপ বিবিধ গ্রন্থ রচিত এবং সঙ্কলিত হয়। তারপর শুরু হয় হাদীস সংগ্রহ ও সঙ্কলনের কাজ। এই কার্যব্যাপদেশে আর একটি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়—সেটি হচ্ছে হাসীসের বর্ণনাকারী (রাবী) দের জীবন চরিত।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয

ইসলাম 'মধ্যপ্রাচ্যের' প্রতি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল, সমস্ত উত্তর আফ্রিকা অতিক্রম করে ভূমধ্য সাগর পারি দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত এগিয়ে চলল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির সংস্পর্শে এসে মুসলমানরা জ্ঞানের অন্যান্য বহু শাখা প্রশাখার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ করলেন। উক্ত বিষয়গুলোর উপরে তাঁরা সীমাহীন বই লিখতে শুরু করলেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় থেকে—ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, দর্শন, প্রাণীবিদ্য, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রভৃতি কোনটাই বাদ গেল না। এই সব বিষয়ের উপর লিখিত পুস্তকসমূহের সংগ্রহ এবং একত্রে জমা রাখার জন্য উমাইয়া শাসন আমলে খালিদ বিন ইয়াজীদ কর্তৃক সর্ব প্রথম লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ওমর বিন আবদুল আযীয এই লাইব্রেরীর গ্রন্থ সংখ্যাই শুধু বর্ধিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করলেন না, জনসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে এর দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। সুতরাং আমরা অনায়াসে বলতে পারি ওমর বিন আবদুল আযীযই হলেন মুসলিম ইতিহাসে সর্ব প্রথম পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা।

ওমাইয়াদের সময় লাইব্রেরীর পুস্তকের তালিকা বৈষয়িক ভিত্তিতেই প্রণীত হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়—এবং এজন্যই এই যুগ ইসলামের স্বর্ণ যুগরূপে আখ্যাত হয়েছে। হারুণর রশীদ কর্তৃক স্থাপিত লাইব্রেরী "দারুল হিকমায়" ৪ লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হয়েছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থসমূহ এখানেও বিষয়ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যস্ত হয়েছিল আর বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক বিভিন্ন কক্ষে রক্ষিত হতো।

দুই বিভাগ

ডাঃ ওল্লা পিণ্টো, মওলানা শিবলী নো'মানী এবং অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক সর্বসম্মতিক্রমে উল্লেখ করেছেন যে, তখন লাইব্রেরীকে দুভাগে বিভক্ত করা হতো। একটির নাম মৌলিক গ্রন্থ বিভাগ অন্যটি অনুবাদ বিভাগ। সে সময় পাঠকদের মধ্যে বই সরবরাহ করা হতো, সুতরাং তার রেকর্ডও আশা করা যায় রক্ষিত হতো। ঐতিহাসিক ইয়াকুত (Yaqut) বলছেন, তিনি এককালে মার্ভের যামিরিয়া লাইব্রেরী থেকে দুই শত পুস্তক ধার নিয়েছিলেন।

আব্বাসীয় যুগ

আব্বাসীয় যুগ থেকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে লাইব্রেরী আন্দোলনের যুগান্তর শুরু হয়। আমরা সেই সময় এবং তার পরবর্তী যুগে বাগদাদ, বসরা, মার্ভ, ত্রিপলী, কর্দোভা, শিরাজ, বুখারা এবং কায়রোর বিখ্যাত লাইব্রেরী সমূহের নাম শুনতে পাই। এইসব প্রখ্যাত গ্রন্থাগারের কতক তাতারীয় বর্বরদের দ্বারা আর কতক ধর্মান্ধ ক্রুসেডারগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত অথবা ভস্মীভূত হয়। এইসব বর্বর আক্রমণ সত্বেও সব লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নাই। বিখ্যাত ঐতিহাসিফ এবং ভূগোল বিদ্যাবিদ আল-মকদসী, আল মাকারজী, ইব্‌নে খল্লিকান, ইয়াকুত এবং ইবনে নাদীমের ইতিহাস গ্রন্থের মাধ্যমে সব পুস্তকের পরিচয় আমরা পাই। উপরোক্ত ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে আমরা সেই সময়ের লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুস্তক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা গঠন করতে পারি। আমরা জানতে পারি তখন কোন্ লাইব্রেরীতে কি পরিমাণ পুস্তক ছিল—কতজন কর্মচারী তথায় কাজ করত এবং লাইব্রেরী ঘর ও প্রাঙ্গণগুলো কী ধরণের ছিল।

গ্রন্থ সংখ্যা

এই যুগে প্রায় সব লাইব্রেরীতেই পুস্তকের সংখ্যা লক্ষ্যাধিক ছিল। শাসনকর্তাগণ স্বয়ং জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইসলামের শুরু থেকে তাঁদের যুগ পর্যন্ত যত বই রচিত হয়েছিল, তার সমস্তই সংগ্রহের চেষ্টা করা হতো। এই প্রচেষ্টায় শাসনকর্তার প্রতিনিধি আলেকজান্দ্রিয়া, দামেস্ক এবং বাগদাদের পুস্তকালয় সমূহ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে কসুর করতেননা। পুস্তক পাওয়া মাত্র উহা ক্রয় করা হতো, কিম্বা পাণ্ডুলিপি নকল করে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হস্তলিপিকারের লিপিবদ্ধ যত কপি পাওয়া যেত, সাধারণতঃ সবই ক্রয় করা হতো। খলিফা আল আযীযের শাহী লাইব্রেরীতে কোরআন পাকের ২,৪০০ কপি আর ত্রিপলীর লাইব্রেরীতে ৫০,০০০ কপি সংগৃহীত হয়েছিল। গ্রন্থের মূল কপি পারত পক্ষে লাইব্রেরীতে রাখার চেষ্টা হতো। ইবনে খলদুনের বর্ণনামতে আল হাকিম আল আগানীর মূল কপি ৭,০০০ টাকায় ক্রয় করেন। খলিফা আল আযীয একবার কিতাবুল আইন (Kittab-al-Ain) অনুসন্ধান করায় গ্রন্থাগারিক ৩০টি কপি তার সামনে হাজির করেন। এর এক কপি গ্রন্থগার স্বয়ং খলিল বিন আহমদ বাসরী কর্তৃক লিখিত ছিল। উক্ত লাইব্রেরীতে ভূমণ্ডলের দুটো ম্যাপ সংরক্ষিত ছিল—এর একটি ছিল টলেমী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, অপরটি আবুল হাসান সুফী কর্তৃক। মামুন এটি ১৫,০০০ টাকা দিয়ে ক্রয় করেন। মামুনের লাইব্রেরীর

www.ahlehadeethbd.org

নাম ছিল—জ্ঞান ঘর। এতে রসুলুল্লাহর (দঃ) দাদা আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক চর্মের কাগজে লিখিত একটি দলিল সংরক্ষিত ছিল। ইব্‌নে খল্লিকান বলেন যে, বুখারার সামানিদ রাজা নুহ বিন মনসুরের লাইব্রেরীতে সব বিষয়ের উপর গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল।

শ্রেণী বিভাগ

মোঙ্গলীয় তাতার, অথবা খৃষ্টীয় ক্রুসেডারগণ কর্তৃক বহু পুস্তক, নথিপত্র ও আসবাবাদি সহ সমস্ত লাইব্রেরী আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করা হয়। পুস্তক সমূহের শ্রেণী বিভাগ এবং তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা এখন একমাত্র যে উৎসের উপর নির্ভর করতে পারি সে হচ্ছে ইবনুল নাদীমের "কিতাবুল ফিহ্‌রিস্তি।" চারি শতাব্দী ব্যাপী সময়ে রচিত যাবতীয় পুস্তকের ইতিবৃত্তমূলক এই তালিকা পুস্তকটি ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার সঙ্কলক আবুল ফারায মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনুল নাদীম ছিলেন বাগদাদের বাসিন্দা এবং উক্ত শহরের এক পুস্তক বিক্রেতা। জীবনের এক শুভ মুহূর্তে তিনি এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত যত পুস্তক রচিত হয়েছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা তিনি প্রণয়ন করবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি তদানীন্তন মুসলিম রাজ্যসমূহের যে স্থানে বা যে শহরে কোন লাইব্রেরীর অস্তিত্বের কথা শুনেছেন, সেখানেই তিনি গিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁর সাধনা এবং পরিশ্রমের ফল স্বরূপ তিনি জগদ্বাসীকে এমন একটা গ্রন্থ ইতিবৃত্ত উপহার দিতে সক্ষম হন যাতে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় লিখিত সমুদয় পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাঁর সঙ্কলিত 'কিতাবুল ফিহরিস্ত' সুশৃঙ্খল ভাবে সুসজ্জিত একটি পুস্তক নির্ঘণ্ট এতে বিষয় শিরোনামায় গ্রন্থকারগণ এবং তাদের পুস্তকসমূহে নাম সন্নিবেশিত হয়েছে।.....

ইবনুল নাদীমের 'ফিহ্‌রিস্তের' উপর একটা দ্রুত নজর নিক্ষেপ করলেও বুঝা যায় যে, তিনি তখনকার দিনে প্রচলিত শ্রেণী বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন,.....সুতরাং তাঁর ফিহ্‌রিস্ত তদানীন্তন কালের লাইব্রেরী সমূহের প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ ও পুস্তক তালিকার একটি সুন্দর নমুনা।

"ফিহরিস্তের" পরিচয়

ইব্‌নুল নাদীম জ্ঞানবিজ্ঞানের সমুদয় ক্ষেত্রকে 'মাকালাত' নামে প্রধান ১০টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই প্রধান বিভাগগুলো পুনঃ লাইব্রেরীর গুরুত্বানুসারে কতিপয় উপবিভাগে বিভক্ত হয়েছিল। প্রধান বিভাগ ১০টির নাম নিম্নে উল্লিখিত হ'লো ঃ

১। আল্‌কোরআন (সম্ভবতঃ তফছির এবং হাদীস শাস্ত্রও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল—অনুবাদক) ২। ব্যাকরণ ৩। ইতিহাস ৪। কবিতা ৫। কালাম শাস্ত্র ৬। ফিকাহ্‌ ৭। দর্শন ৮। হাল্‌কা সাহিত্য ৯। ধর্ম ও ১০। বিজ্ঞান

প্রথম ৬টি ইসলামী সাহিত্য এবং পরবর্তী ৪টি ইসলাম বহির্ভূত সাহিত্য সম্পর্কিত।

ক্যাটালগ

প্রত্যেক বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক ক্যাটালগ পুস্তাকাকারে তৈয়ার করা হতো। আধুনিক যুগের ন্যায় গ্রন্থকারের নাম শিরোনামায় তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর রচিত পুস্তকগুলোর নাম তালিকাভুক্ত করা হতো। রায় শহরে অবস্থিত লাইব্রেরীতে যত পুস্তক সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলো উটের পিঠে বোঝাই করলে ৪০০ শত উটের প্রয়োজন হতো। উক্ত পুস্তকসমূহ তালিকাভুক্ত করতে ১২ খণ্ডে বিভক্ত ক্যাটালগ প্রস্তুত করতে হয়েছিল।

শিরাজ শহরে অবস্থিত "খাযিনাতুল কুতুব" নামক গ্রন্থাগারে ৩৬০টি প্রকোষ্ঠ ছিল। প্রত্যেক বিষয়ের বই এর জন্য পৃথক কামরা নির্ধারিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক হিট্টির বর্ণনা মতে কর্ডোভার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ৪০০,০০০ পুস্তকের জন্য ৪৪ খণ্ড ক্যাটালগ প্রস্তুত করতে হয়েছিল।

শেল্‌ফের বিভিন্ন তাকে একটির উপর আর একটি পুস্তক সাজিয়ে রাখা হতো। প্রধান বিষয়ের উপ-বিভাগ অনুযায়ী সেগুলো সাজান হতো। পুস্তক সাজান সম্পর্কে ডাঃ ওল্লাপিণ্টো বলেছেন, "পুস্তকের

www.ahlehadeethbd.org

পশ্চাদ্‌পার্শে গ্রন্থকার এবং বইএর নাম লিখা হতো। বিষয়ানুসারে বইগুলো সাজান হতো। উদ্দিষ্ট পুস্তক যাতে সহজে বের করা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক উপবিভাগের বইএর নাম-তালিকা একটি কাগজের টুকরোয় লিখে শেল্‌ফের বহির্ভাগে লাগিয়ে দেওয়া হতো। যে সব পুস্তক অসমাপ্ত অথবা অন্য কোন দিকদিয়ে অসম্পূর্ণ, উক্ত টানান কাগজে তারও পরিচয় ইঙ্গিত দেওয়া হতো।

লাইব্রেরী ষ্টাফ

লাইব্রেরী সমূহের প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য নিয়মিত কর্মচারী দল নিয়োজিত ছিল।

যে কোন বড় লাইব্রেরীর কর্মচারী দলে একজন পরিচালক, একজন গ্রন্থাগারিক, একজন পর্যবেক্ষক এবং বহু সহকারী ও লিপিকার রাখা হতো। পাঠাগার দুভাগে বিভক্ত হতো। ১ম বিভাগের উপর দায়িত্ব থাকতো পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি ক্রয় এবং উহার সংরক্ষণের, দ্বিতীয় বিভাগের উপর অন্য ভাষায় লিখিত পুস্তকের অনুবাদ কার্য। এই ডিপার্টমেণ্টকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে হতো। সে কাজ হলো, কোন বই এর বহু কপিকরণ। এই বিভাগের অধীনে ১৮০ থেকে ৩০০ জন পর্যন্ত লিপিকার থাকতো। এক ব্যক্তি একটা বই পড়ে যেতেন আর ৩০০ ব্যক্তি একযোগে লিখতে থাকতেন। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে তখনকার দিনে বহু সংখক পুস্তক উৎপাদনের এইই ছিল প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে এক সঙ্গে ৩০০ পুস্তক প্রস্তুত হয়ে যেতো।

গ্রন্থাগারিকের পদটি ছিল অত্যন্ত সম্মানজনক। বড় বড় পণ্ডিত এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদিগকেই কেবল এই পদে নিয়োজিত করা হতো। হারুণর রশিদ ফযল ইব্‌নে নওবখ্‌তকে প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদ প্রদান করেছিলেন···বুখারার সামানিদ বাদশাহ নূহ্‌ ইব্‌নে মন্‌সুরের সুবৃহৎ ও জাঁকজমক পূর্ণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত চিন্তানায়ক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা।····· সম্রাট্‌ আকবরের লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ছিলেন ফৈজী, আর আমীর খসরু ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খালজির পাঠাগারের ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান। শুস্তারী (Shustari) বলেন, পুরুষ ছাড়া মহিলাগণও মাঝে মাঝে কর্মচারীরূপে নিয়োজিত হতেন। বাগদাদের 'দারুল হিক্‌মা' নামক পাঠাগারের অনুবাদ বিভাগের অধ্যক্ষা ছিলেন 'তওফিকা' নাম্নী এক বিদুষী মহিলা। ঐ একই পাঠাগারের লিপিকারের কাজে নিয়োজিতা ছিলেন ফাতিমা নাম্নী অপর এক মহিলা।

লাইব্রেরী-প্রাঙ্গণ

অধিকাংশ লাইব্রেরীর জন্য শাহী প্রাসাদে স্থান নির্ধারিত হতো। প্রত্যেক বড় শহরের প্রধান প্রধান মসজিদের সঙ্গেও একটি করে লাইব্রেরী সংযোজিত ছিল।

মাদ্রাসা গুলোর অপরিহার্য অঙ্গরূপে তার-সঙ্গে লাইব্রেরী থাকতো। প্রত্যেক পাঠাগারেই একটি করে বৃহৎ প্রকোষ্ঠ (বড় হল ঘর) থাকতো। তার সঙ্গেই সংযুক্ত থাকতো অন্যান্য কামরা। এই সব কামরাতেই পুস্তক সংরক্ষিত হতো। বৃহৎ প্রকোষ্ঠটি সম্ভবতঃ সাধারণ পাঠগৃহ রূপে ব্যবহৃত হতো।····· শিরাজ নগরের "খাযিনাতুল-আরব" নামক লাইব্রেরীতে ৩৬০টি প্রকোষ্ঠ ছিল--প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একেক বিষয়ের গ্রন্থ রক্ষিত হয়েছিল।

প্রত্যেক লাইব্রেরীতে বসার এবং পড়ার জন্য মাদুর ও গালিচা বিছান থাকত। দুয়ার এবং জানালায় শীতল হাওয়া নিবারণের জন্য কাপড়ের পর্দা লটকান হতো।·····

উপসংহার

উপরের পর্যালোচনায় সহজেই এই উপসংহারে আসা যেতে পারে যে, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, ব্যবহার, খাতাপত্র লিখন, প্রভৃতি ব্যাপারে ৯ শত বৎসর পূর্বে মুসলিম জগত বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। লাইব্রেরী আন্দোলনে আধুনিক জগত আজ যে প্রগতির দাবী পেশ করে থাকে—সেটা নুতন কিম্বা অভিনব কিছু নয়। আধুনিক লাইব্রেরী যে বিষয়ে কৃতিত্বের দাবী করতে পারে সে হচ্ছে এইসব টেকনিকগত কর্মসূচীর উন্নয়ন। বিগত দুশো বছরের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই এই উন্নতি টুকুর একমাত্র কারণ*।

* পাক্ষিক Al-Islam থেকে অনুদিত।

www.ahlehadeethbd.org

পুস্তক-পরিচয়

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল

ইসলাম জগতের চিরস্মরণীয় ইমামগণের অন্যতম ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নাম মুসলমান সমাজে কারও অবিদিত নয়। হিজরী সনের তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন মু'তাযিলী মতবাদের ফেতনা চরম আঁকার ধারণ করে এবং একাদিক্রমে তিনজন খলিফার —মামুন, মু'তাসিক ও ওয়াসেক বিল্লাহ—সাহায্য ও সহানুভূতিপুষ্ট হয়ে মু'তাযিলী মতবাদ রাষ্ট্র ধর্মের (State Religion) পদমর্যাদা লাভ করে এবং তাঁদের নির্মম অত্যাচার ও অমানুসিক উৎপীড়ন সুন্নী মতবাদীদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে তখন আলী ইবন মাদিনীর ভাষায় "আঁ হযরতের (দঃ) মৃত্যুর পরে "রিদ্দা" বা ব্যাপক ধর্ম ত্যাগের ফেতনা উত্থিত হওয়ায় ইসলাম যেমন ঘোর দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হয়েছিল, হিজরী সনের তৃতীয় শতকে মু'তাযিলী মতবাদের ফেত্না উত্থিক হওয়ায় তাকে অনুরূপ দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হ'তে হয়।" ইসলামের এই ঘোর দুর্দ্দিনে হাক্কানী আলেমগণের সামনে মাত্র দু'টী পথ উন্মুক্ত ছিল—মু'তাযিলী মতবাদের কাছে মস্তক অবনত করা অথবা এমন সব যিন্দানখানায় আবদ্ধ হয়ে থাকা যেখানে আলো বাতাসের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ! শুধু কি তাই? এর পর ছিল লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভৎর্সনা এবং সর্বশেষে বলিষ্ঠ জল্লাদের হাতের দোর্‌রা!! শাস্তির এ বিভিষিকা দর্শনে বহু বড় বড় হিম্মৎ ওয়ালারা হিম্মৎ হারিয়ে ফেলেন। "কেউ বলে উঠলেন, এ যুগ হাদিস বর্ণনার যুগ নয়। এ যুগ অশ্রু বিসর্জন ও আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ও মুনাজাত করার যুগ। কেউ বল্‌লেন, এ যুগ রসনা সঙ্কুচিত করে ঘরে বসে থাকার যুগ"—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ফেত্নার যুগে হাক্কানী আলেমদের সংখ্যা যে কম ছিল তা' নয়, খোদ বাগ্দাদ তখন ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় উহা ছিল অসংখ্য আলেমের আবাসস্থল। কিন্তু ইসলামকে এ ফেত্নার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ছাড়া আর কেহ এগিয়ে আস্‌তে সাহস করলেন না। মা'আযাল্লাহ। যদি রিদ্দা বা ব্যাপক ধর্মত্যাগের ফেত্নার সময় হযরত আবুবকর (রঃ) দৃঢ় মনোবলের পরিচয় না দিতেন তাহলে যেমন ইসলাম আঁতুড় ঘরেই সমাধিস্থ হত, তৃতীয় শতাব্দীতে মু'তাযিলী ফেতনার সময় ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রঃ) স্বীয় জীবন বিপন্ন করে যদি মু'তাযিলীদের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতেন তা'হলে দ্বীনে হক্কের ভিত্তিপ্রস্তর উৎপাটিত হয়ে যেত।

সত্যের সেবক, দ্বীনে হক্কের পতাকাবাহী মুসলিম জাহানের চির স্মরণীয়, চির বরণীয় ও চির অনুকরণীয় এই ইমাম—ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহর একখানা আরবী পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিতের উর্দু অনুবাদ ইসলামি পাবলিশিং কোম্পানী, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন আল্লামা উমর ফারূক এম, এ,।—মূল বই খানার রচিয়তা মিসরের কায়রো ইউনির্ভাসিটির 'ল' ডিপার্টমেণ্টের প্রফেসর আবু যুহরা সাহেব।

আরবী ভাষায় ইমাম সাহেবের জীবন চরিতের অভাব নেই। বিখ্যাত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জীবনী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিন্তু আবু যুহরা সাহেবের জীবন চরিতে ইমাম সাহেবের জীবনীর প্রত্যেকটী দিকের প্রতি যেমন স্বতন্ত্রভাবে আলোক পাত করা হয়েছে অন্য কোন গ্রন্থে তেমন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ব্যাপকতার দিক দিয়ে বই খানি হয়েছে অভূতপূর্ব।

উমর ফারূক সাহেব বই খানার শুধুমাত্র অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হননি বরং মূল পুস্তকে বর্ণিত প্রত্যেকটী বিষয় বস্তুর সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য তিনি বিভিন্ন

www.ahlehadeethbd.org

গ্রন্থের হাওয়ালা (Reference) টীকাকারে সন্নিবেশিত করেছেন।

পুস্তকখানি ৯" × ৬" সাইজের ৫০৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। মূল্য ৯৲ টাকা। প্রাপ্তি স্থানঃ ইসলামী পাবলিশিং কোম্পানী, আন্দরুঁ লোহারী দরওয়াজা, লাহোর।

আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ইজহারে হকীকতঃ

পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জিলার বাটালা তহসীল হ'তে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত কাদিয়ান গ্রামের কৃতীসন্তান মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আজ হতে ৫৪ বছর পূর্বে এ নশ্বর জগত হতে অন্তর্ধান করেছেন। তিনি যে কি ছিলেন, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েও তা' স্থির করা সম্ভবপর হয়নি। মির্যা সাহেব আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংস্কারক—মুজাদ্দেদ ছিলেন, না, নুতন ধর্মমতের প্রবর্তক—নবী ছিলেন, না, দাজ্জাল নিধনকারী—ইছা মসিহ ছিলেন, না, কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে আগমনকারী—মাহ্দী ছিলেন, না, আল্লাহর পুত্র ছিলেন, না স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন—তিনি মুসলমানদের যিল্লী নবী ছিলেন, না, হিন্দুদের অবতার কৃষ্ণ গোপাল ছিলেন—দীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দীর বহু তর্ক বিতর্ক বাহাছ ও মুনাযারা এ প্রহেলিকার দ্বার উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি। স্বয়ং মির্যা সাহেবের বিভিন্ন রচনায় এ সব পরস্পর বিরোধী ও বিভ্রান্তিকর উক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে এ মতবাদের প্রচারণা আরম্ভ হলেও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ ফেত্না পূর্বপাকিস্তানের মাটীতে নাক গজাতে পারেনি। কিন্তু কিছু দিন পূর্বে এ ব্যাধি পূর্ব পাকিস্তানেও অনুপ্রবেশ করেছে এবং সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় আস্তে আস্তে দেশের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থান সমূহে বিস্তৃতি লাভ করছে। ইদানীং উত্তর বাংলার দিনাজপুর জেলায় এদের কর্মতৎপরতা মারাত্মকভাবে বেড়ে উঠেছে এবং সরল প্রকৃতির মুসলমানগণ সহজেই এদের বিভ্রান্তিকর কূটতর্কের বেড়াজালে পতিত হয়ে বিপথগামী হতে বসেছেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাদিয়ানীদের কূটতর্কের বেড়াজাল ছিন্ন করতঃ সরলমতি মুসলমানগণকে রসুলুল্লাহর (দঃ) প্রদর্শিত ছিরাতে মুসতাকিমে কায়েম রাখার গুরু দায়ীত্ব দেশের আলেম সমাজকেই বহন করতে হবে।

আলহাম্দুলিল্লাহ। আমাদের দেশের আলেম সমাজ এ সম্বন্ধে বরাবরই তাঁতের দায়ীত্ব সচেতনতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন।

আমাদের যতদুর জানা আছে কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ কল্পে ইতিপূর্বে বাংলা দেশের কতিপয় শস্বী আলেম কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তকও রচনা করেছেন।

ইদানীং দিনাজপুর জেলার লালবাগ দ্বিতীয় মসজিদের ইমাম জনাব মওলানা আবু হেলাল মোঃ রইছুদ্দীন (মৌলবী ফাজেল) সাহেব "ইজহারে হাকীকত" বা সত্য প্রকাশ নামে আর এক খানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, সর্বমোট ৩৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পুস্তিকা খানি আকারে ছোট্ট হলেও অল্প শিক্ষিত অথবা কাদিয়ানী মতবাদ সম্বন্ধে না ওয়াকেফহাল ব্যক্তিদের জন্য উহা খুবই উপযোগী হয়েছে। মওলানা মওসুফ তাঁর এ পুস্তিকায় কাদিয়ানীদের মৌলিক আকিদাসমূহ হাওয়ালা (Reference) সহকারে উদ্ধৃত করে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদিস দ্বারা উহাদের ভ্রান্তি সপ্রমাণিত করেছেন। ছাপার ভুল ভ্রান্তিগুলি বাদ দিলে বই খানি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে বলতে হয়।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে মওলানা সাহেব অবস্থাপন্ন লোক না হলেও ধর্মের জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ ব্যয়ে বইখানা প্রকাশ করেছেন। পুস্তিকার মূল্য মাত্র ।৵০ আনা। যারা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কিনবেন তাঁদের জন্য শতকরা ১৮৲ টাকা মাত্র। আমাদের ধণিক বণিক সম্প্রদায় যদি আমাদের মওলানা মওসুফের কুরবানী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পুস্তিকাটি প্রচারে অর্থ ব্যয় করেন তবে তাহা সার্থক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা বইখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

www.ahlehadeethbd.org

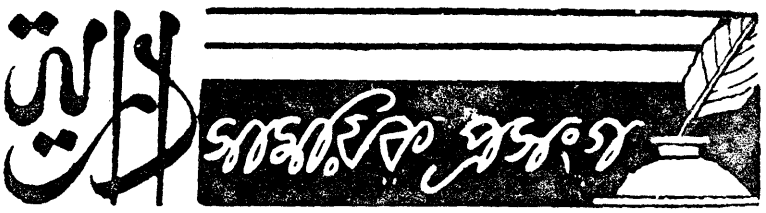

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

মুসলিম জাহান

তুরস্কের রাজনীতি

তুরস্কের রাজনীতি ক্ষেত্র হতে একনায়কত্বের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য তথাকার জাগ্রত মস্তিস্ক ব্যক্তিদের সমবায়ে গঠিত গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী ১৯২২ সালের ১লা নভেম্বরের এক শুভ প্রভাতে তদানীন্তন সুলতান ৬ষ্ঠ মুহাম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করেন। মাত্র কয়েক মাস পর তুরস্ককে একটী রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং মুস্তাফা আতাতুর্ক ইহার সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ইহার পর আনুক্রমিক তিনটী নির্বাচনে (১৯২৭, ১৯৩১ ও ১৯৩৫) কামাল পাশাই প্রেসিডেণ্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হতে থাকেন। এক নায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্রের মনোমুগ্ধকর নাম বিঘোষিত হয়ে থাকলেও দীর্ঘ ২৩ বছর পর্যন্ত তুরস্কের অধিবাসীরা প্রজাতন্ত্রের কোন আস্বাদই গ্রহণ করতে পারেনি। কামাল আতাতুর্কের অধীনে তুরস্কে অপ্রতিহত ভাবে চলতে থাকে চরম একনায়কত্ব। তথায় সরকার গঠিত "পিপলস পার্টি" ছাড়া আর অন্য কোন রাজনৈতিক পার্টি গড়ে উঠা সম্ভব হয়নি। মাঝে মাঝে দু' একটী রাজনৈতিক দল গঠন করার চেষ্টা হয়ে থাকলেও তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়, কম্যুনিষ্ট দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়, মসজিদের মিনার হতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা, হজ্জের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা—এ সবই বেআইনী ঘোষণা করা হয়। পূরাতন মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিকে, যেখানে আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন মজীদ ও রছুলুল্লার (দঃ) হাদিসের পঠন ও পাঠন হত—তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২০।২২ বছর ধরে আজানের গুঞ্জন ধ্বনি অথবা কুরআন তেলাওয়াতের সুমধুর কলতান তুরস্কের বিশাল সাম্রাজ্যে কোন দিন শ্রুত হয়নি!

প্রায় কোয়ার্টার শতাব্দীর চরম একনায়কত্বের পর ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তদানীন্তন ইনুনু সরকার বিরোধী ডেমক্রেটীক পার্টিকে নির্বাচন প্রতিযোগিতার অনুমতি দান করেন। কিন্তু এ নির্বাচনে তাঁরা ৪৬৫টী আসনের মধ্যে মাত্র ৬৩টী আসন দখল করতে সক্ষম হন। ফলে ইসমত ইনুনু পুনর্বার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ডেমক্রেটিক পার্টি ৪৬৫টী আসনের মধ্যে ৪০৮টি আসন দখল করেন এবং প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য জালাল বায়ার ও প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আদনান মেন্দারেসকে নির্বাচিত করেন। সেই হ'তে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তুরস্কে দু' বার [১৯৫৪ ও ১৯৫৭] সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক বারই জালাল বায়ার প্রেসিডেণ্ট ও আদনান মেন্দারেস প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একাদিক্রমে দশ বছরের শাসন ক্ষমতা মেন্দারেসকে অতি মাত্রায় গর্বিত করে তুলেছিল। তাঁর কল্পনা বিলাসী অর্থ নৈতিক প্ল্যানসমূহ দেশের দারিদ্র দূর করার পরিবর্তে দেশবাসীকে পথের ভিখারী করতে বসেছিল। তিনি তাঁর দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থ নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করে রাতারাতি দেশকে শিল্পায়িত করতে চেয়েছিলেন। ফলে, বিদেশ হতে প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানী করায় অচিরেই বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দেখা দেয়। তা ছাড়া, বৈদেশিক পর্যটকদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বড় বড় শহরগুলোতে অসংখ্য প্রাসাদোপম হোটেল ও প্রমোদ ভবন স্থাপন করতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থ নৈতিক কাঠামোকে প্রায় ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করেন। দেশের নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পার উদ্দেশ্যে পশ্চিমা ব্লক হতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ৪০০০০০ চার লক্ষ সৈন্যের ভরণ পোষণে নিঃশেষিত হয়ে যেত।

উল্লিখিত কারণে দেশের সংবাদপত্র গুলি প্রতিবাদের আওয়াজ বুলন্দ করেন। ফলে, মেন্দারেস তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেন। বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন এবং সর্বোপরি অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত গ্রাণ্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর ৬০২টী আসনের মধ্যে ৪২১টী আসন মেন্দারেসের দল দখল করে থাকায় মেন্দারেস মনে করতেন যে তিনি যা' খুশী তাই করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর বিধান ছিল অন্য রকমের। ১৯৬০ সালে তুরস্কে যে সামরিক অভ্যুত্থান হয় তার ফলে ক্ষমতামদমত্ত মেন্দারেস শুধু শাসনক্ষমতাচ্যুতই হন না বরং সামরিক আদালতের একজন নগণ্য আসামী হয়ে পড়েন। দীর্ঘ ১৫ মাস এ মামলা আদালতের বিচারাধীন থাকার পর গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মেন্দারেসকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শুধু তাই নয়, মেন্দারেসের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে তার দু'জন সহকর্মী, পররা মন্ত্রী ফাতিন জোরলু ও অর্থমন্ত্রী হাসান পোলাতকীন। এ ছাড়া ৭৮ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট জালাল বায়ার এবং অপর কয়েকজনকেও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু পরে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে তাঁদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে সরকার পরিবর্তন একটি সামান্য ব্যাপার। পুরাতন সরকার যখন দেশের সমস্যাদির সমাধানে ব্যর্থ হন, তখনই নূতন সরকার এসে তাঁদের আসন দখল করে বসেন। এটাই হল সরল ও স্বাভাবিক নিয়ম। তুরস্কেও এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু কোন নূতন সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই যদি ক্ষমতাচ্যুত সরকারের বড় বড় নেতাদের মুণ্ডপাত করতে থাকেন তাহলে তিন চার সকারর পরিবর্তনের পর দেশে আর এমন লোকই পাওয়া যাবে না যাঁরা সরকার পরিচালন করতে সক্ষম হন। মেন্দারেস সরকারের যত দোষত্রুটীই থাকনা কেন, আজ হতে ১৩ মাস পূর্বে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সময়ও পার্লামেণ্টের ৬০২টী আসনের মধ্যে ৪২১টী আসন দখল করে থাকা তাঁর সরকারের জনপ্রিয়তা বহন করে এবং সম্ভতঃ আগামী সাধারণ নির্বাচনে মেন্দারেসের জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করেই সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে রাজনীতি ক্ষেত্র হতে বিদায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তুরস্কের রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। কে বলতে পারে এর পরিণাম কি হবে?

www.ahlehadeethbd.org